যে সলাতে হৃদয় গলে

আবূ বকর বিন হাবিবুর রহমান

যে সলাতে হৃদয় গলে

"এ বইটি ঐ সকল নিয়মিত সলাত আদায়কারীদের জন্য রচিত, যাদের মন সলাতে অতিমাত্রায় এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বেঁচে থাকতে পারেনা।"

রচনায়

আবূ বকর বিন হাবিবুর রহমান

গ্রাম: নগর ভাদগ্রাম (কান্দাপাড়া), পোঃ আটঘুড়ি, থানা: মির্জাপুর, জেলা: টাঙ্গাইল

মোবাইল: ০১৭৪৬-৯৫৩০৭০, ০১৯১৯-৪৭৯৮০৩

সম্পাদনায়:

সাইফুল ইসলাম বিন হাবিবুর রহমান

কামিল (ডবল); এম, এ (১ম শ্রেণী)

০১৭১২-০৬৪৬৫৪

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

যে সলাতে হৃদয় গলে

আবূ বকর বিন হাবিবুর রহমান

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশনায়:
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা−১১০০
ফোন: ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp(@)gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

মূল্য: ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-8766-77-1

মুদ্রণ:
হেরা প্রিন্টার্স.
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

সূচীপত্র

সলাত

-মুসাফির আব্দুল্লাহ্

মুসলিম আমি, বিপ্লবী আমি, আমি মুজাহিদ বীর
মহান আল্লাহ্ ছাড়া কারো তবে নত করিনাক শির।
তাওহীদ আমার ভালবাসা, শিরক করি ঘৃণা
কুরআন-সুন্নাহ মানি আমি, বিদ'আত মানি না।
সলাত আমার আত্মার খোরাক, পাপরাশি হয় দূর,
বারে বারে আমার মন কেড়ে নেয় ঐ আযানের সুর।
আযানের সুর কত যে মধুর বুঝানোর নেই ভাষা
আযানের মাঝে খুঁজে পাই আমি বিপ্লবী চেতনার আশা।
মাসজিদ আমার শান্তি গৃহ, বারে বারে যাই ছুটে
যেথায় কোটি প্রাণ রবের তরে সিজদায় পড়ে লুটে।
যতবার আমি সিজদায় পড়ি ততই তৃপ্তি পাই
সিজদায় পড়ে কাঁদি আমি, প্রাণ জুড়িয়ে যায়।
দুনিয়াবী ব্যস্ততা ভুলে সলাতে ডুবে থাকি
রবের সামনে আছি দাঁড়িয়ে তা স্মরণ রাখি।
ভয় আর আশা নিয়ে সলাত করি আদা
মন্দ হতে বেঁচে যাই, মন হয়ে যায় সাদা।
দেহ-মন উজাড় করে ডাকি ওহে রব
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, পাপ আছে যত সব।
সলাতে আমি হৃদয় মাঝে আত্মতৃপ্তি পাই
যত দুঃখ, যত কষ্ট সব কিছু ভুলে যাই।
এত শান্তি, এত তৃপ্তি কোন ধর্মেই নাই
ইসলাম আমার ধর্ম, আর মুসলিম আমি তাই।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর যাঁকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে।

অতঃপর সলাত এমন একটি 'ইবাদাত বিচারের দিন যার হিসাব সর্ব প্রথম গ্রহণ করা হবে। সলাত সংক্রান্ত বইয়ের কপির সংখ্যা অনুপাতে সলাত আদায়কারীর সংখ্যা খুব বেশি হবে বলে আমার মনে হয়না। তারপরও বাজারে বিদ্যমান সলাত সংক্রান্ত অনেক সহীহ, গইরি সহীহ বইয়ের ভীড়ে আরো একটি বই ঠেলে দেয়ার আশা পোষণ করছিলাম ২০০৮ সালে রামাযানের শেষ দশকে 'ইতিকাফে বসার সময় থেকে। কিন্তু মাঝে কয়েক বছর বে-খেয়াল রয়ে যাই। অবশেষে ২০১১ ইং সালের মাঝামাঝিতে হাত দিয়েছিলাম বইটির কাজে। নিয়মিত সলাত ত্যাগকারী কাফির না ফাসিক সে মাসয়ালা বিশ্লেষণ করা, সলাতের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা কিংবা সলাতের ফাযীলাত তুলে ধরা এ বইটির উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ এখানে এমন কোন নাসিহাত সংযোজন করা হয়নি যা গ্রহণে কোন সলাত ত্যাগকারী সলাতের দিকে ফিরে আসবে। আর কোন মুসল্লী যদি সলাতের সঠিক নিয়ম-কানুন সন্ধান করে তাহলে সে এতে কোন উপকারী তথ্য পাবেনা। এ বইটি পড়লে জানা যাবে না হাত বুকের উপর বাঁধতে হবে, নাকি নাভির নিচে। এ বইখানি শুধু ঐ সকল মুসল্লীদের জন্য রচনা করা হয়েছে যারা নিয়মিত সলাত আদায় করেন, সলাতের নিয়ম-পদ্ধতিও জানেন; কিন্তু সলাতের সময় মনটা অতিমাত্রায় এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে, মনকে ধরে রাখার চেষ্টা করেও ব্যার্থ হন। ফলে সলাতকে মনে হয় মৃত, তৃপ্তি আসে না। এখানে ঐ সকল মুসল্লীদের প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে যাদের সলাত তাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে সরিয়ে রাখে না। সলাতে পরিপূর্ণ একাগ্রতার জন্য তাক্বওয়া অবলম্বনই প্রকৃত উপায় জানার পরও তাক্বওয়া সম্পর্কে কলম ধরার সাহস পাইনি। এখানে এমন একটি কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি যা তাক্বওয়া অর্জনের জন্য প্রাথমিক এবং মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করবে এবং সলাতের সময়

বান্দা ও তার রব এর মধ্যকার সম্পর্ক আরো গভীরে নিয়ে যাবে। আল্লাহ চাহেনতো সলাতে আসবে বিনয়াবনত ভাব ও একাগ্রতা। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ তাওফিকদাতা। এ বইটির ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন কিছু অন্তরে উদয় হওয়া থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বস্তুত আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়দাতা নেই। দ্রুততা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ভুল-ত্রুটি,অকল্যাণ বইটিতে একত্রিত হলে তা থেকে আমার রব্ব-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটি অথবা কোন ধরণের অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলে তা জানানোর জন্য সুহৃদ পাঠক মহলকে সবিনয় অনুরোধ করছি। আর আপনাদের গঠনমূলক পরামর্শ ও সহযোগিতা পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে আরো সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী করবে বলে আমার বিশ্বাস। হে আল্লাহ! এ বইটির সাথে জড়িত সকলের জন্যই এমন প্রতিদান লিপিবদ্ধ করুন যা শুধু আপনার নেক বান্দাদের ব্যাপারে পছন্দ করেন। হে প্রভু! আমাকেই বইটির প্রথম পাঠক এবং আত্মসংশোধনকারী হিসেবে কবুল করুন। আমাকে ছদকা-এ জারিয়াহ থেকে মাহরুম করবেন না। আমীন!

আবূ বকর বিন হাবিবুর রহমান

কল্পনার জগতে মানুষ বড়ই বেপরোয়া

মন, চিন্তা-ভাবনা, জল্পনা-কল্পনা, অন্তর, মেজাজ, রাগ, প্রফুল্লতা ইত্যাদির সংজ্ঞা ও স্বরূপ জানা না থাকলেও এগুলোর অস্তিত্ব ও বাস্তবতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের নিকট একেবারে সুস্পষ্ট। এমনকি শিশু বা পাগলও এর আওতার বাইরে নয়। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদাভাবে একেকটি চিন্তার জগৎ আছে। সেই জগতে প্রত্যেকেই তার যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী স্থান কাল পাত্র ভেদে কল্পনার পাখায় ভর করে বিচরণ করে বেপরোয়াভাবে। তবে সকলের চিন্তা-চেতনার মধ্যে মৌলগতভাবে সাদৃশ্যতা বিরাজ করে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সময় বা পারিপার্শ্বিকতার বাঁধ ডিঙ্গিয়ে মানুষ প্রায় স্বাধীন ভাবেই অনেক কিছু ভেবে থাকে। কখনো বাস্ত বতার মুখোমুখি হয়ে, কখনো বা বাস্তবতাকে অনেক সামনে রেখে, আবার কখনো শুধু নিছক কল্পনার খাতিরেই। যেমন কোন স্বল্প আয়ের লোক কিছু কিনে খাওয়ার চিন্তা করছে এক্ষেত্রে; সে হয়ত ভাববে কোন হোটেলে কী খাবার কী পরিমাণ খেলে খরচটা সাধ্যের মধ্যে রাখা যাবে। এমনকি কিছু না খেয়ে বিকেল নাগাদ বাড়িতে পৌঁছেই খাওয়ার চিন্তাও করতে পারে। যদিও বা কিছু খায় তারপরও সে এ চিন্তা থেকে রেহাই পাবে না। এটা খেলেই তো ১২ টাকা কম লাগতো; আর দশ টাকা হলেইতো ওটা খাওয়া যেত ইত্যাদি। বুঝা গেল, এ রকম একটা জিনিস নিয়েও অনেক কিছু ভাবা যায়। আবার ধরুন, লোকাল বাসে বসে এক ছোকরা উৎপাদনমুখী কোন প্রতিষ্ঠান নিয়ে ভাবছে। যা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজনীয় মূলধনের এক শতাংশও নেই তার কাছে তারপরও দেখা যাবে সে লোকাল বাস থেকে নামার পূর্বেই মার্সিডিজ গাড়ির মালিক বনে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মানুষ এক মুহূর্তেই অতীতের অনেক ঘটনা স্মরণ করতে পারে, দেখতে পারে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সফলতার চাবি কাঠি কিংবা অনুভব করতে পারে ব্যর্থতার গ্লানি। সুন্দর ও সুখময় স্মৃতি বা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সফলতার রঙ্গিন স্বপ্ন মানুষকে করে আনন্দিত, উদ্বেলিত আর আলোড়িত। একই সাথে বিষাদময় অতীত বা অজানা আশংকা মানুষকে করে তুলে বেদনাগ্রস্ত, ব্যথাতুর। অন্তরের চিন্তা বাহ্যিক আচরণ ও চেহারার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। উত্তম চরিত্রের কোন যুবক বিবাহ, মনের মত স্ত্রী, সুখময় সংসারের রোমান্টিক ভাবনায় বিভোর হলে তার চেহারায় প্রফুল্লতার আভা উদ্ভাসিত হবে এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে গাঁটটি-বোচকা গোছগাছ করে সদ্য বাপের বাড়ি চলে যাওয়া কোন স্ত্রীর স্বামীর বেলায় যে এমনটি হবে না তা সহজেই অনুধাবনীয়। মানুষের অন্তর এতটাই বেপরোয়া যে

কোন কিছু ভাববার সময় ভাল-মন্দ বিচার করেনা। অন্তরে অনেক সময় এমন সব বিষয় উদয় হয় যা কখনো বাস্তবে করা তো দূরের কথা, মুখেও উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। আর এমনটি ভাল-মন্দ সকল মানুষের বেলায়ই ঘটতে পারে। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সাহাবাগণ অবশ্যই একালের সবচেয়ে ভাল মানুষের চেয়েও অনেক অনেকগুণ ভাল ছিলেন। তার পরও তারা এমন অনেক চিন্তার উদয় হতে রেহাই পাননি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর কিছু সাহাবী তাঁর সামনে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু খটকার সৃষ্টি হয় যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করাটাও মারাত্মক মনে করে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: সত্যই তোমাদের তা হয়? তারা জবাব দিলেন, জী হাঁ। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: এটিই স্পষ্ট ঈমান। (কারণ ঈমান আছে বলেই সে সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা ও সংশয়কে মারাত্মক মনে করা হয়)।[১]

মনের উপর শয়তানের প্রভাব বাস্তব সত্য। শয়তান মানুষের মনে নানা ধরনের সংশয় ও প্রশ্নের উদ্রেক করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টি জগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয় সে যেন বলে, "আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (সহীহ মুসলিম)[২]

---

[১] সহীহ মুসলিম

[২] শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। এজন্য আ'উযুবিল্লাহ.... পাঠ করবে এবং বলবে آمنت بالله ورسله আমি আল্লাহর উপর এবং রসূলগণের উপর ঈমান এনেছি- (মুত্তাফাকুন 'আলাইহি)। হাদীসে উল্লেখ আছে তাহলে শয়তান নিরাশ হয়ে চলে যায়। কেননা, তার প্রতারণায় কোন ক্ষতি হল না। যদি কারো মনে সন্দেহ আসে তবে তার আরও একটি চিকিৎসা আছে, তা হলো শয়তানকে বলবে আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সৃষ্টিকর্তা কেউ হতে পারে না। অতএব, তোমার এ ধরনের প্রশ্ন বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। (সংক্ষিপ্ত নাববী)

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, শয়তান তোমাদের কারো নিকট আসে এবং বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? পরিশেষে এ প্রশ্নও করে, কে তোমার রবকে সৃষ্টি করেছে? এ পর্যায়ে পৌঁছলে তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত হও। (সহীহ মুসলিম)[৩]

সলাতে এত সব মনে কেন জাগে?

অনেক জটিল হিসাবও সলাত রত অবস্থায় সহজেই মিলে যায়। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কঠিন থেকে কঠিনতর ব্যাপারে। স্মরণে এসে যায় অনেক পুরনো ছোট-খাট আজগুবি আর অবান্তর বিষয়। এর মধ্যে অনেক চিন্তা আছে যা মনের খেয়ালে এমনিতে আসে আবার এমনিতেই চলে যায়। আবার এমন কিছু চিন্তা ভাবনাও আছে যা মুসল্লীর প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে ঘটে থাকে। ব্যক্তি ভেদে সলাতের মধ্যে এমনটি হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। আমার নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হলো।

১. সলাতকে নিছক ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা মনে করা: মুখস্থ কিছু সূরাহ ও দু'আ মন্ত্রের মত পড়ে যাওয়া, রুকূ করা, এর পর সিজদাহ করা। তাশাহুদ শেষে সালাম ফিরানো সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে মুনাজাত, অতঃপর মুখের উপর হাত বুলানো, (কেউ কেউ আবার চু চু শব্দ করে) শো শো করে মাসজিদ থেকে বের হওয়া, পুরোটাই যেন যান্ত্রিকতা আর আনুষ্ঠানিকতা। সলাতের সাথে অন্তরের যে যোগসাজস আছে তা থেকে অধিকাংশ মুসল্লী বহুদূরেই রয়ে গেছে। সেটা তাদের পানে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায়। অন্তরের খবর আল্লাহই ভাল জানেন।

২. সলাতকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া: অনেকেই সলাতের প্রকৃত মর্যাদা ও স্বরূপ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে না। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করলেও এটাকে অন্যান্য কাজের মত সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার মনে করে।

---

[৩] অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণায় কোন ধারণা আসলে, তাকে দূর করে অন্য কাজে মনোযোগ দিবে এবং মনে করবে যে, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা, সে পথভ্রষ্ট করতে চায় (নাববী)।

৩. পাপ কাজে ডুবে থাকা: নিয়মিত সলাত আদায় করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ও নিয়মিত পাপ কাজে জড়িয়ে থাকা মুসল্লীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। এই পাপ কাজ তাকে সলাতে অন্যমনস্ক করে দেয়। এছাড়া হঠাৎ কোন পাপ কাজ করে ফেলার পর তা হতে খালিসভাবে তাওবা না করলে সলাতের মধ্যে তা এমনভাবে স্মরণে আসতে পারে যে সে ভাবনা থেকে ফিরে আসা অসাধ্য হয়ে পড়ে। যে মুসুল্লী টিভি দেখেন সলাতরত অবস্থায় তার চোখের সামনে কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর চেহারা বা কোন বিশেষ দৃশ্য ভেসে উঠবেনা এটা অস্বাভাবিক। তখন আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না যখন দেখি কোন মুসল্লী সিনেমা দেখার ফাঁকে (অ্যাড, সংবাদ, আযান, ইত্যাদির জন্য বিরতির সময়) দ্রুত তার সলাত শেষ করে নেয়। নিয়মিত গান শোনে ও গুনগুনিয়ে গায় এমন মুসুল্লীদের সলাতের মধ্যে মনে মনে গান গাওয়াটাও অস্বাভবিক নয়। এমনকি কুরআন তিলাওয়াতের পরিবর্তে মুখে গানও চলে আসতে পারে। আর এরকম একটি সমস্যার কথা জানিয়ে কোন এক মেয়ে বহুল প্রচলিত একটি মাসিক পত্রিকায় প্রশ্ন করেছিলেন।

৪. অর্থ না বুঝা: সলাত আদায় করতে হয় পুরোটাই আরবী ভাষায়, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা হওয়ায় অধিকাংশ লোক বুঝতে পারেনা সে মহান রব্বের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই সাথে কী গোপন কথপোকথন করছে সে ক্বিয়ামে, রুকু-সিজদাতে এবং তাশাহুদের বৈঠকে কিভাবে আল্লাহর নিকট নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছে, কী চাচ্ছে আল্লাহর নিকট তার কিছুই বুঝতে পারে না। যদিও বা কেউ অর্থ জানে তার পরও সে অলস অন্তরে মুখে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে যার ফলে তার অবস্থাও ঐ সকল লোকের মতই হয় যারা মোটেই সলাতের অর্থ জানে না।

৫. আখিরাতের তুলনায় দুনইয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া: আজকাল অধিকাংশ মানুষ দুনইয়া নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকে যে প্রতিফল দিবস নিয়ে ভাববার অবসরটুকুও পায় না। কী করলে কী হবে, কী করা উচিত ছিল, কী করা দরকার, কিভাবে এটা হাসিল করা যায় এবং এজন্য কাকে কিভাবে ফাঁকি দিতে হবে ইত্যাদি চিন্তা মানুষকে সদা ব্যস্ত রাখে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, বাড়ি-গাড়ি সুন্দরী নারী, অর্থ-সম্পদ আর দুনইয়ার জৌলুস অর্জনের জন্য মানুষ কতই না পরিশ্রম করে আর সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকে। এমতাবস্থায় সে যখন মাসজিদে যায় তখন মহান রব্বের সান্নিধ্যের চেয়ে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মতৎপরতার চিন্তা-ফিকিরই বেশি প্রাধান্য পায়। কারণ কোলাহলমুক্ত পরিবেশে নীরবে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি আঁটা কতইনা সহজ এবং ফলপ্রসূ তার উপর আবার শয়তানের সহযোগিতা।

৬. জায়নামাজ ও মাসজিদে নক্সা-কারুকার্য: মাসজিদের মিহরাবের দু'দিকে মাক্কাহ-মাদিনার ছবিসহ বিভিন্ন ধরণের নক্সা দ্বারা মনোরম করে সাজানো হয় যা সলাতের একাগ্রতা নষ্ট করে। এছাড়াও সামনের দেয়ালে ঘড়ি, সলাতের সময়-সূচি, বিভিন্ন মাসজিদের ছবি সম্বলিত ক্যালেন্ডার, বুক সেলফ ইত্যাদি সলাতে বিঘ্ন ঘটায়। সামনের বুক সেলফ কাঁচে আচ্ছাদিত থাকলে তাতে মুসল্লীদের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে যদি কোন পর্দা না দেয়া হয়। জায়নামাজের মধ্যে অংকিত বিভিন্ন ধরনের নক্সা দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং প্রশ্নের উদ্রেক করে। এ সমস্যা এতটাই প্রকট যে এর একমাত্র সমাধান হলো এগুলোর অপসারণ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ

'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একখানা নক্সা অংকিত কাপড়ের মধ্যে সলাত আদায় করলেন এবং (সলাত শেষে) বললেন, এই কাপড়ের নক্সা ও কারুকার্য আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছে। এটা নিয়ে আবূ জাহমের কাছে যাও এবং তার সাদামাটা মোটা চাদরখানা আমাকে এনে দাও।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي

'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একখানা নক্সা ও কারুকার্য করা চাদরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। সলাতের মধ্যে তিনি এর নক্সার প্রতি দেখতে থাকলেন। (অর্থাৎ কাপড়খানার নকশা ও কারুকার্য সলাতে তার একাগ্রতা নষ্ট করে দিলো।) তাই সলাত শেষে তিনি বললেন: এ চাদরখানা নিয়ে আবূ জাহ্‌ম ইবনু হুযাইফাহ'র কাছে যাও। আর আমাকে তার কম্বলখানা এনে দাও। কারণ এ চাদরখানা এখন সলাতের মধ্যে আমাকে অন্যমনস্ক করে ফেলছে।[৫]

৭. সলাতের হুকুম আহকাম ঠিকমত পালন না করা।

---

[৪] সহীহ মুসলিম

[৫] সহীহ মুসলিম

৮. শয়তানের প্রভাব: সলাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ‘ইবাদাত আর শয়তান মানুষের প্রকাশ্য ও বড় শত্রু। বান্দার সলাতের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা শয়তানের নীতিগত দায়িত্ব এবং এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট শয়তান নিয়োজিত থাকে।

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي

‘উসমান বিন আবূল ‘আস (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার সলাত ও কিরা‘আতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আমার ক্বিরা‘আতে জটিলতা সৃষ্টি করে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ হচ্ছে শয়তান, যাকে ‘খানযাব’ বলা হয়। তুমি তার আগমন অনুভব করলে আল্লাহর নিকট তিন বার আশ্রয় কামনা করবে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। তিনি (‘উসমান) বলেন: এরপর থেকে আমি এমনটি করি ফলে আল্লাহ তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন।[৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

‘আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সলাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সলাত হতে অংশ বিশেষ কেড়ে নেয়।[৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: শয়তান যখন সলাতের আযান শুনতে পায় তখন বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে

---

[৬] সহীহ মুসলিম ও আহমাদ
[৭] সহীহুল বুখারী

যেন আযানের শব্দ তার কানে পৌঁছতে না পারে। মুয়ায্যিন যখন আযান শেষ করে তখন সে ফিরে এসে (সলাত আদায়কারীর মনে) সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। সে পুনরায় যখন ইক্বামাত শুনতে পায়- আবার পলায়ন করে যেন এর শব্দ তার কানে না যেতে পারে। যখন ইক্বামাত শেষ হয় তখন সে ফিরে এসে (সলাত আদায়কারীদের সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে।[৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন সলাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সলাতের জন্য ইক্বামাত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে মনে করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত সলাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না।[৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,: তোমরা কেউ যখন সলাতে দাঁড়াও তখন শায়তান তার কাছে এসে তাকে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি সে কয় রাক'আত সলাত আদায় করলো তাও স্মরণ করতে পারে না। তোমরা কেউ এরূপ অবস্থা হতে দেখলে সে যেন বসে বসেই দু'টি সাজদাহ করে নেয়।[১০]

---

[৮] সহীহ মুসলিম
[৯] সহীহুল বুখারী ও মুসলিম
[১০] সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন সলাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সলাতের জন্য ইক্বামাত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে মনে করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত সলাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তোমরা কেউ যখন স্মরণ করতে পারবেনা কত রাকায়াত পড়েছো তখন বসে বসেই সর্বশেষে দু'টি সাজদাহ করবে।[১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে সময় সলাতের তাকবীর বলা হয় সে সময় শায়ত্বান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে দৌড়ে পালায়। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন তবে এতে এতটুকু কথা অধিক বর্ণনা করলেন যে, **সে (শায়ত্বান) তাকে উৎসাহিত করে, আশান্বিত করে এবং যা সে কখনো স্মরণ করতো না তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়।**[১২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ

---

[১১] সহীহুল বুখারী ও মুসলিম
[১২] সহীহ মুসলিম

وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام رَبِّ ﴿هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ﴾ أَيْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُّهُ إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সলাত আদায় করার পর বললেন: শয়তান আমার সামনে এসে আমার সলাত বিনষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন, আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম। আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি যাতে তোমরা সকাল বেলা উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর এ দু'আ আমার মনে পড়ে গেল, ﴿هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ হে রব্ব! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়। (আত-তূর: ১৩) তখন আল্লাহ্ তাকে (শয়তানকে) অপমানিত করে দূর করে দিলেন।[১৩]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

[১৩] সহীহুল বুখারী

আবূ দারদা (রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করতে দাঁড়ালে আমরা শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ অর্থাৎ আমি তোমার (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আমরা শুনলাম) এরপর তিনি বলছেন: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ অর্থাৎ আমি তোকে লা'নত করছি যেমন আল্লাহ লা'নাত করেছিলেন। তিনি এ কথাগুলো তিনবার বললেন, এ সময় (যে সময় তিনি লা'নাত করছিলেন) তিনি হাত বাড়ালেন যেন কিছু ধরতে যাচ্ছেন সলাত শেষ করলে আমরা তাঁকে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আজ আমরা সলাতের মধ্যে আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি যা ইতোপূর্বে আর কোনদিন বলতে শুনিনি। আর আমরা দেখলাম যে, আপনি হাতও বাড়িয়ে দিলেন। এর কারণ কী?) তিনি বললেন: আল্লাহর দুশমন ইবলিস আমার মুখের ওপর নিক্ষেপ করার জন্য দগদগে অগ্নি শিখা নিয়ে এসেছিল। তাই আমি তিনবার أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ অর্থাৎ "আমি তোমার অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি" বললাম। এরপর তিনবার أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ অর্থাৎ আমি তোমাকে পুরোপুরি লা'নাত করছি যেমন আল্লাহ তা'আলা করেছেন- এ কথাটিও আমি তিনবার বললাম। কিন্তু তবুও সে পিছু হটলো না। অবশেষে আমি তাকে পাকড়াও করতে ইচ্ছে করলাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের ভাই নাবী সুলাইমান যদি দু'আ না করে থাকতেন তাহলে সে সকাল পর্যন্ত বাঁধা থাকতো আর সকাল বেলা মাদীনাবাসীদের ছেলে-সন্তানেরা তাকে নিয়ে আনন্দ করতো বা মজা করে খেলতো।[১৪]

সুবহানাল্লাহ! স্বয়ং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে শয়তান এই আচরণ দেখিয়েছিল তাহলে সাধারণ মানুষের বেলায় তার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের মাত্রা কিরূপ হতে পারে? প্রশংসা সেই মহান রব্ব এর জন্য যিনি আমাদেরকে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কৌশল জানিয়ে দিয়েছেন। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমিন!

খুশুর সাথে সলাত আদায়ের উপায়

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾﴾

[১৪] সহীহ মুসলিম

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সলাতে: (মু'মিনুন: ২৩/১,২)

﴿وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾ (٢٣٨) سورة البقرة

"তোমরা আল্লাহ্‌র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ: ২/২৩৮)

পার্থিব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা অবশ্যই সলাতের খুশুর পরিপন্থি। তাই বলে কি চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বিরত থাকা যায়। কারণ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা গেলেও মনকে কখনো বেঁধে রাখা যায় না। কোন জাগ্রত মানুষের মনে কিছু উদয় হবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার। যেহেতু ভাবনা থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর তাই সলাতে এমন কিছু ভাবতে হবে যা খুশুর জন্য সহায়ক হয়। অনেকটা পানি দিয়ে কান থেকে পানি বের করা আর বিষ দিয়ে বিষ নষ্ট করার মত। কেউ মেহরুন নামের একটি মেয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে নিজ অন্তরে লালিত মেহরুন নামের মেয়ের ভাবনায় পুলকিত হতে পারে, আবার মৃত্যু ভয়ে শিহরিতও হতে পারে। এই দুই অবস্থার ফলাফল কখনোই এক হবে না। আপনি সলাতে এমন কিছু ভাবুন যা আপনাকে ঘুরেফিরে আল্লাহর দিকেই নিয়ে যাবে। আর তখনই আসবে একাগ্রতা, পাবেন সলাতের প্রকৃত স্বাদ।

আর এ বইটির আলোচ্য বিষয়ও তাই যে, কোন্ অবস্থায় কী ভাবনায় নিজেকে সাব্যস্ত রেখে সলাতে মনোযোগ সৃষ্টি করা যায়।

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ ﷺ.

আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাত আদায় করছিলেন এবং এ সময় তাঁর বুক থেকে যাঁতা পেষার আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ হচ্ছিল।[১৫]

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيْجَ عُمَرَ وَأَنَا فِيْ آخِرِ الصُّفُوْفِ يَقْرَأُ ﴿إِنَّمَآ أَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ إِلَى اللهِ﴾

আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ (রহ.) বলেন, আমি পিছনের কাতার হতে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর চাপা কান্নার আওয়ায শুনেছি। তিনি তখন ﴿إِنَّمَآ أَشْكُوْ﴾

[১৫] সহীহ আবু দাউদ

﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ﴾ "আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর নিকটই পেশ করছি"। (ইউসুফ: ১৮) এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন।[১৬]

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বল সে যেন লোকেদের নিয়ে সলাত আদায় করে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কান্নার দরুন লোকেরা তাঁর কিছুই শুনতে পাবে না। কাজেই 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে লোকেদের নিয়ে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি হাফ্‌সাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-কে বললাম, তুমিও আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বল যে, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার জন্য লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না। তাই 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে লোকেদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিন। হাফ্‌সাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাই করলেন। তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, থাম, তোমরা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গী মহিলাদের মত। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে লোকেদের নিয়ে সলাত আদায় করতে বল। তখন হাফ্‌সাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভাল কিছু পেলাম না।[১৭]

উপরের হাদীসগুলো থেকে কী বুঝতে পারলেন? অন্তরে কোন কিছু উদয় না হলে শুষ্ক হৃদয়ে আদৌ কি কান্না করা সম্ভব?

---

[১৬] সহীহুল বুখারী

[১৭] সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ

হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কোন এক রাতে আমি সলাত আদায় করেছি। তিনি সূরাহ বাক্বারা তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়ত একশত আয়াত পড়ে তিনি রুকূ করবেন। কিন্তু তারপরও তিনি পড়তে লাগলেন। ভাবলাম, হয়ত এই সূরাহ তিনি এক রাকা'আতেই পড়ে শেষ করবেন। একাধারে তিনি পড়তে থাকলেন। ভাবলাম, এরপরই তিনি রুকূ করবেন। কিন্তু, তিনি সূরাহ নিসা শুরু করে দিলেন। নিসা পড়ে শেষ করে তিনি সূরাহ আলু-'ইমরান শুরু করলেন। তিনি ধীরে ধীরে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করছিলেন। যখন এমন কোন আয়াত পাঠ করতেন যাতে আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তিনি তাসবীহ পড়তেন। আর যেখানে কোন কিছু চাওয়ার আয়াত তিলাওয়াত করতেন সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন। আবার যেখানে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত তিলাওয়াত করতেন সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকূতে গিয়ে বললেন, ''সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম' (আমার মহান রব্ব পবিত্র)। তাঁর রুকূও কিয়ামের (দাঁড়িয়ে সূরা আল-বাকারা পড়ার) মতো দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি "সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ" (যে লোক আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শুনেন) বললেন। তারপর প্রায় রুকূর মতো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সাজদায় গিয়ে বললেন, سبحان ربي الأعلى তার সাজদাহও প্রায় দাঁড়ানোর মতো দীর্ঘ ছিল।[১৮]

কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে বা উপস্থিত স্মরণে না আসলে তা কি আল্লাহ তা'আলার নিকট চাওয়া সম্ভব? একই কারণে কোন বস্তু থেকে

---

[১৮] সহীহ মুসলিম

আশ্রয় প্রার্থনা করা সম্ভব? কখনোই নয়। এখানে সহজেই ধারণা করা যায় যে, রসূল (ﷺ) সলাতের মধ্যে কোন বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার সময় ঐ বিষয়টির স্বরূপ অবশ্যই তাঁর অন্তরে ভেসে উঠেছে। কেউ সজ্ঞানে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার সময় সে তার ক্ষেত-খামার নিয়ে ভাবতে পারে না, তার স্মরণে জাহান্নামই ভেসে উঠবে। সুতরাং বুঝা গেল খুশু মানে এই নয় যে মূর্তির ন্যায় নির্ভাবনায় থাকা।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

'উকবাহ ইবনু হারিস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নাবী (ﷺ) এর সঙ্গে আসরের সলাত আদায় করলাম। সালাম ফিরেই তিনি দ্রুত উঠে তাঁর কোন এক সহধর্মিনীর নিকট গেলেন, অতঃপর বেরিয়ে এলেন। তাঁর দ্রুত যাওয়া আসার ফলে (উপস্থিত) সাহাবীগণের চেহারায় বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি বললেন: সলাতে আমার নিকট রাখা একটি সোনার টুকরার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায় বা রাতে তা আমার নিকট থাকবে আমি এটা অপছন্দ করলাম। তাই, তা বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম।[১৯]

সুতরাং এখনো কোন মুসল্লীর অন্তরে সলাতের সময় ভাল কোন কাজের কথা মনে পড়ে গেলে বা কোন অকল্যাণ/খারাপ কাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ার তাগিদ সৃষ্টি হলে সলাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সলাত শেষে তা পূর্ণ করে দিলে সে সুন্নাতের অনুসরণ করল বলেই মনে করি।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

আবু ক্বাতাদাহ্ হারিস ইবনু রিব'ঈ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে সলাত আদায়ের

---

[১৯] সহীহুল বুখারী

ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই। পরে শিশুর কান্নাকাটি শুনে সলাত সংক্ষেপ করি। কারণ শিশুর মাকে কষ্টে ফেলা আমি পছন্দ করি না।[২০]

সলাত সংক্ষিপ্ত করার অর্থ কিরা'আত সংক্ষিপ্ত করা। যেমন: সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে "অতঃপর তিনি ছোট সূরা তিলাওয়াত করেন।"[২১]

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ: إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি সলাতের মধ্যে আমার সেনাবাহিনী বিন্যাসের চিন্তা করে থাকি।[২২]

حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ...... মানসূর (রহঃ) থেকে একই সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চিন্তা-ভাবনা করে যেটি সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করবে সেটিই গ্রহণ করবে।[২৩]

حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) মানসূর (রহঃ) থেকে একই সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চিন্তা-ভাবনা করে যেটি সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করবে সেটিই গ্রহণ করবে।[২৪]

অর্থাৎ সলাতরত অবস্থায় রাকয়াত সংখ্যা অথবা অন্য কোন বিষয় (সলাত সংশ্লিষ্ট) নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াত শুনে বা পাঠ করায় মুসল্লীর অন্তরে হাসরের ভয়াবহতা স্মরণে কেঁপে উঠা অথবা সূরা কাউছারের প্রথম আয়াত শুনে কঠিন পিপাসার সময় রসূল (সঃ) এর হাত থেকে হাউজে কাউসারের সেই সুমিষ্ট পানির পেয়ালা নেওয়ার কথা ভেবেই গা শিহরিত হওয়া, সলাতরত

---

[২০] বুখারী
[২১] আলবানী
[২২] সহীহুল বুখারী
[২৩] সহীহ মুসলিম
[২৪] সহীহ মুসলিম

অবস্থায় দোকানের হিসাব মিলানো বা পড়ার বিষয় সাজানোর চেয়ে হাজার গুণ উত্তম।

এক মিনিটের চিন্তা বা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য কয়েক বছর এমনটি কয়েক যুগও লেগে যেতে পারে। টাকা-পয়সা উপার্জনের জন্য জীবনকে গুছানোর জন্য খুব বেশি কিছু ভাবতে হয় না। ক্ষুদ্র সময়ের ভেতরে নেওয়া সিদ্ধান্তকে কাজে লাগাতে পারলেই সারা জীবনের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যায়। তাই ঘর সংসার আর দুনইয়া সংক্রান্ত ভাল-মন্দ কোন পরিকল্পনা সলাতের মধ্যে না করলেও কোন ক্ষতি হবে না। এই সময়টুকু নিজের দেহের সাথে মনকেও আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিন।

এ পর্যায়ে আযান থেকে শুরু করে সলাতের শেষ পর্যন্ত আপনি নিজেকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন তার একটি খসড়া তুলে ধরা হলো।

আযান

আযানের কালিমাসমূহ

১. আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ সবার চেয়ে মহান) اَللهُ أَكْبَر ৪ বার

২. আশহাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ الله)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন সত্য উপাস্য নেই। ২ বার

৩. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله)

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল। ২ বার

৪. হাইয়্যা আলাস সলা-হ (অর্থ: এসো সলাতের জন্য) حَيَّ عَلَى الصَّلَاة ২ বার

৫. হাইয়্যা আলাল ফালা-হ (অর্থ: এসো মুক্তির জন্য) حَيَّ عَلَى الْفَلَاح ২ বার

৬. আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ সবার চেয়ে মহান) اَللهُ أَكْبَر ২ বার

৭. লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (অর্থ: আল্লাহ ভিন্ন কোন সত্য মা'বূদ নেই) لَا إِلَـهَ إِلاَّ الله ১ বার

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا

'উমার ইব্নু আবদুল আযীয (রহঃ) (মুআয্যিনকে) বলতেন, স্বাভাবিকভাবে আযান দাও, নতুবা এ পদ ছেড়ে দাও।[২৫]

---

[২৫] সহীহুল বুখারী

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আবদুর রহমান আনসারী মাযিনী (রহ.) হতে বর্ণিত। তাকে তার পিতা সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বক্‌রী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালোবাস। তাই তুমি যখন বক্‌রী নিয়ে থাক, বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সলাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন্, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়ায্‌যিনের আওয়ায শুনবে, সে ক্বিয়ামাতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবূ সায়ীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একথা আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুনেছি।[২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَشَاهِدِ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'মুয়ায্‌যিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক সলাত আদায় করবে সবার সমপরিমাণ নেকী মুয়ায্‌যিনের হবে। আর যে ব্যক্তি সলাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে তার জন্য পঁচিশ সলাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দু' সলাতের মধ্যেকার গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে।[২৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

---

[২৬] সহীহুল বুখারী

[২৭] নাসাঈ

ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং ইক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়।[২৮]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তালহা ইবনু ইয়াহইয়া থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় মুয়ায্যিন তাকে সলাতের জন্য ডাকতে আসল। মু'আবিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ক্বিয়ামাতের দিন মুয়ায্যিনদের গর্দান সবচেয়ে বেশী উঁচু হবে।[২৯]

আপনি যদি মুয়ায্যিন হন তা হলে আপনার অন্তরে গতানুগতিক চিন্তা জাগ্রত হতে পারে। যেমন আযানের টান ভালই হচ্ছে, মানুষ প্রশংসা করবে, এরকম আযান ক'জন দিতে পারে, উমুক ব্যক্তি তো আমার আযান খুব পছন্দ করে ইত্যাদি। আমি বলব, আপনি এ সকল চিন্তা ছেড়ে দিন। আপনিতো আযানের সময় কেবল তাই ভাববেন যা একটু আগে হাদীসে পড়েছেন অথবা আপনার যদি এর চেয়ে উত্তম কিছু জানা থাকে। আপনিতো আল্লাহর বড়ত্ব বর্ননা করছেন। সাক্ষ্য দিচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর, মানুষকে ডাকছেন সলাত ও কল্যাণের দিকে। একটু গভীরভাবে ভাবুন: আপনার আযান শুনে যারা সলাত আদায় করবে তাদের সমপরিমাণ নেকি আপনার হবে। এটা কতই না আনন্দের ব্যাপার। ক্বিয়ামাতের সেই কঠিন দিনে আপনার গর্দান সাধারণ মানুষের চেয়ে উঁচু হবে, ক্বিয়ামাতের দিন আযানের কারণে কে কে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিবে ইত্যাদি ভাবনায় আযান দেয়ার সময় আপন গা শিহরিত করুন। আর আপনি যদি শ্রোতা হন তাহলে কে আযান দিচ্ছেন, তার সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, তার সুর কেমন ইত্যাদি উপেক্ষা করুন এবং সেই পন্থা অবলম্বন করুন যে পন্থায় আপনি মুয়ায্যিন এর সমমর্যাদা লাভ করতে পারেন।

---

[২৮] ইবনু মাজাহ, হাদীস সহীহ

[২৯] সহীহ মুসলিম

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! মুয়ায্যিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করছেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমিও বল যেরূপ তারা বলে এবং যখন আযানের জওয়াব দেয়া শেষ হবে তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাহলে তোমাকেও প্রদান করা হবে।[৩০]

عَنْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা আমরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আযান শেষ করলেন, তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩১]

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: তোমরা যখন মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শোন তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দরুদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে অসীলা প্রার্থনা কর। কেননা 'অসীলা' জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্য (আমার) শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৩২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

---

[৩০] আবূ দাউদ, হাদীস সহীহ

[৩১] নাসাঈ, হাদীস সহীহ

[৩২] সহীহ মুসলিম

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,: যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলবে।[৩৩]

حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

ঈসা ইবনু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা তিনি মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আযানের জবাব দিতে) শুনেছেন যে, তিনি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' পর্যন্ত মুয়ায্যিনের অনুরূপ বলেছেন।[৩৪]

عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,: মুয়ায্যিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার জবাবে বলে ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, যখন মুয়ায্যিন বলে: আশহাদু আল লা- ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হ- এর জবাবে সেও বলে: আশহাদু আল লা- ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হ, অতঃপর মুয়ায্যিন বলে: আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ; এর জবাবে বলে: আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, অতঃপর মুয়ায্যিন বলে: হাইয়্যা 'আলাস সালাহ; এর জবাবে সে বলে "লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ; অতঃপর মুয়ায্যিন বলে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার- এর জবাবে সে বলে: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, অতঃপর মুয়ায্যিন বলে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; এর জবাবে সে বলে: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ; আযানের এই জবাব দেয়ার কারণে সে বেহেশতে যাবে।[৩৫]

---

[৩৩] সহীহুল বুখারী

[৩৪] সহীহুল বুখারী

[৩৫] সহীহ মুসলিম

অধিকাংশ মুসল্লী আযানের জবাব দেয়না। দিলেও তা শুধু কণ্ঠস্থ দক্ষতা দ্বারা মৌখিকভাবে। আযান তাকে ভাবান্তরিত করতে সক্ষম হয় না। সে যে কাজে বা চিন্তায় মগ্ন ছিল তখনও তেমনই থাকে। তবে হ্যাঁ, সলাত আদায়কারী ব্যক্তি অন্তত এতটুকু ভাবে যে সলাতের সময় হয়েছে। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে মাসজিদে যেতে হবে। আমি আপনাকে আহ্বান করছি, এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন। স্কুল-কলেজ বা মাদরাসার ঘণ্টার আওয়াজ একজন পথচারীর কানে যে রূপ বাজে নিশ্চয় কোন পরীক্ষার্থীর কানে সে রূপ বাজে না। আপনি মুসল্লী আপনার জন্যই তো মাসজিদে আযান হচ্ছে। আযানের অর্থ আয়ত্ব করে নিন। মনোযোগ সহকারে শুনুন মুয়ায্যিন কী বলছেন। আপনি শুনতে পাচ্ছেন: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)। এই কালিমার সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব-মর্যাদা আপনি অবশ্যই জানেন। এখন শুধু একটু স্মরণ করুন এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান নিয়ে আপনিও তাই বলুন যা মুয়ায্যিন বলেন। অর্থাৎ আযানের জবাব দিন। খেয়াল করে শুনুন, হৃদয়ঙ্গম করুন এবং একাগ্রতা সহকারে জবাব দিন। অতঃপর দরূদ ও দোয়া পাঠ করুন।

দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

আযানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ

দরূদ ও দু'আ পাঠ করার সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শাফা'আতের বিষয়টি একটু ভাবুন তো। এবার মাসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হোন।

ওযূ

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে লোক ওযূ করল ও শুরুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল সে এই ওযূ দ্বারা সমস্ত শরীর পাক করে নিল। আর যে

লোক ওযূ করল কিন্তু শুরুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল না সে তার ওযূর জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পবিত্র করতে পারল না।[৩৬]

হে আল্লহ! আমাদের এমন ওযূ করার তাওফিক দান করুন যে ওযূ দ্বারা আমাদের সমগ্র দেহ ও মনকে পবিত্র করতে পারি (আমিন)!

ওযূর সময় কথা-বার্তা আর পার্থিব চিন্তা-ভাবনার চেয়ে আরো ভাল কোন চিন্তা মাথায় রাখা যেতে পারে।

عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

নু'আয়ম মুজমির (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সঙ্গে মাসজিদের ছাদে উঠলাম। অতঃপর তিনি ওযূ করে বললেন: 'আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, ওযূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।'[৩৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক) কবরস্থানে উপস্থিত হলেন এবং মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বললেন,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

---

[৩৬] দারাকুতনী

[৩৭] বুখারী, মুসলিম, আহমাদ

'আপনাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক হে মু'মিন অধিবাসীগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে মিলিত হব। তারপর নাবী করীম (ﷺ) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা আমি যেন আমার ভাইদের দেখতে পাই। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (ﷺ) (কোন্ ভাইগণ?) আমরা কি আপনার ভাই নই? নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, আপনারা আমার সাথী। আমার ভাই তারাই যারা এখনও দুনইয়াতে আসেনি। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) যারা এখনও দুনইয়াতে আসেনি তাদের কিভাবে চিনবেন? রসূল (ﷺ) বললেন, আপনারা বলুন, যদি কোন ব্যক্তির খুব কুচকুচে কালো ঘোড়ার মধ্যে একদল ধব্ধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে কি তার ঘোড়াগুলো চিনতে পারবে? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে। তখন রসূল (ﷺ) বললেন, আমার ভাইগণও ওযূর কারণে কিয়ামতের দিনে সেরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্ত পদবিশিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাউযে কাউসারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসেবে উপস্থিত থাকবো।[৩৮]

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন: আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক হাউযে কাউসারের নিকট উপস্থিত হবে। আর আমি তাদেরকে চিনতে পারব, কিন্তু আমার সম্মুখ থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব: এরাতো আমার উম্মাত। বলা হবে: তুমি জান না, তোমার অবর্তমানে তারা কী সব নতুন মত ও পথ (বিদ'আত) আবিস্কার করেছে।[৩৯]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

---

[৩৮] সহীহ মুসলিম

[৩৯] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মানাকিব

سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي

সাহ্ল ইব্নু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি হাউযের ধারে তোমাদের আগে হাজির থাকব। যে সেখানে হাজির হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে একবার সে হাউয থেকে পান করবে সে কখনই পিপাসিত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে হাজির হবে যাদেরকে আমি (আমার উম্মাত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এরপরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করে দেয়া হবে।

সাহল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটু বেশি বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বলবেন: এরা তো আমারই অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন না যে, আপনার পরে এরা দীনের মধ্যে কী পরিবর্তন করেছে। এ শুনে আমি বলব, যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হও, দূর হও।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ط (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ط (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ع (٣)﴾ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ آنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ تَرِدُهُ عَلَيَّ أُمَّتِي فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ لِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে ছিলেন। হঠাৎ অহীর অবস্থা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে মাথা উঠালেন। আমরা তাঁকে বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন: এখন আমার উপর একটি সূরাহ নযিল হলো بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ط (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ط (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ع (٣)﴾ তারপর

তিনি বললেন,: তোমরা কি জান "কাওসার" কী? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন: এটা একটি নহর/হাউজ। আমার রব্ব আমাকে ওটি জান্নাতে প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। তার পেয়ালাসমূহ তারকার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক, আমার উম্মাত সেই হাউজের নিকট আসবে। তারপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব হে আল্লাহ! সে তো আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি আমাকে বলবেন: নিশ্চয়ই তুমি জান না, সে তোমার পরে নতুন কী বিষয় (বিদ'আত) আবিস্কার করেছিলো।[৪০]

ওযূর সময় একটু ভাবুন না হাশরের সেই কঠিন সময়ে আপনার হাত-পা ও মুখমন্ডল উজ্জ্বল থাকবে,আল্লহর রসূল (ﷺ) আপনাকে চিনতে পারবেন, হাউযে কাউসারের পানি পান করাবেন আর তা কতইনা খুশির খবর। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়। আপনি যদি বঞ্চিত হন সেই মহাকল্যাণ থেকে। শত কান্না-কাটি আর আফসোস করেও কি কোন লাভ হবে? এ চিন্তা এখনই করতে হবে। যা করার তা এ দুন্‌ইয়াতেই করতে হবে। ওযূর সময় আপনি যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করছেন সেই অঙ্গই ক্বিয়ামাতের দিন বিভিন্ন পাপের সাক্ষ্য দিবে।

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)﴾

সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জবান, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। (নুর:২৪/২৪)

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥)﴾

অর্থঃ আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের।

(ইয়াসিন ঃ ৬৫)

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

নিশ্চিত কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। (বানী ইসরাঈল: ৩৬)

ওযূ করার সময় আপনার হাত-পা -এর দিকে তাকান (অসহায় দৃষ্টিতে) এবং এটা ভেবে ভীত সন্ত্রস্ত হোন যে, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কঠিন

---

[৪০] সহীহ মুসলিম, সহীহ নাসাঈ

বিচার দিবসে আমার পাপের সাক্ষ্য দিবে; এতো বড়ই লোকসানের ব্যাপার। এবার ভীত বিহ্বল হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি আশান্বিত হোন। কারণ ঃ ওযূর দ্বারা গুনাহসমূহ ঝরে যায় যে সমস্ত গুনাহ্ বান্দাহ হাত-পা এবং চক্ষু দ্বারা অর্জন করে থাকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন মুসলিম কিংবা মু'মিন বান্দা (রাবীর সন্দেহ) ওযূর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। এবং যখন সে দু'টি হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব গুনাহ পানির অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দু'টি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এমনকি সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।[৪১]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত পাপ ঝরে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়।[৪২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ

---

[৪১] সহীহ মুসলিম

[৪২] সহীহ মুসলিম

أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ قَالَ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ

আব্দুল্লাহ সুনাবেহী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যখন মু'মিন বান্দা ওযূ করে এবং কুলি করে তখন তার মুখ হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে নাক ঝেড়ে ফেলে তখন তার নাক থেকে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার মুখ ধৌত করে তখন তার মুখ হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু'চোখের পাতার নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার দু'হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাত হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তা দু'হাতের নখগুলোর নীচ হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার মাথা মাসাহ করে তখন তার মাথা হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু' কান হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে তার দু'পা ধৌত করে তখন তার দু'পা হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু'পায়ের নখগুলোর নীচ হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। তারপর সে মাসজিদে যায় এবং সলাত আদায় করে তার জন্য তার সলাত হয় নফল'।[৪৩]

গভীরভাবে চিন্তা করুন, আপনার গুনাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা যদি ক্ষমা না করেন তাহলে বিচারের দিন আপনার হাত-পা পাপ কার্যসমূহের সাক্ষ্য দিবে যা আপনার জন্য কতইনা ক্ষতির কারণ হবে। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ওযূর মাধ্যমে এই গুনাহ্সমূহ ক্ষমার সুযোগ দিয়েছেন তাই এই সুযোগকে আধ্যাত্মিকভাবে কাজে লাগান। আল্লাহর ভয়ে নিজেকে বিচলিত করুন। আপনার হাত ধোয়ার সময় হাত দ্বারা করেছেন এমন কোন ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপন পাপের কথা স্মরণ করুন এবং ভয়ের সাথে তাওবা করুন। আর আল্লাহর প্রতি ভাল ধারনা রাখুন যে তিনি আপনার পাপটি ওযূর সাথে মিটিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময়ও এমনটি ভাবুন।

ওযূর শুরুতে بِسْمِ اللهِ ও শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করুন।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

---

[৪৩] নাসাঈ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রসূল ﷺ।[৪৪]

তিরমিযির বর্ণনায় এতটুকু বেশী আছে–

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنِ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থ: হে আল্লাহ আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে ওযূ করে এ দু'আ পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের ৮ টি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে।[৪৫]

ওযূর সময় সর্তকতা অবলম্বন করুন।

عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

'উমার উবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: এক ব্যক্তি ওযূ করতে তার পায়ের উপর নখ পরিমাণ অংশ ছেড়ে দেয়। তা দেখে নাবী (ﷺ) বললেন: যাও, আবার ভালভাবে ওযূ করে আসো। লোকটি ফিরে গেল। তারপর (পুনরায়) ওযূ করে সলাত আদায় করল।[৪৬]

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ

আব্দুল্লাহ উবনু 'উমার বলেছেন: এক সময় আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসছিলাম। পথিমধ্যে আমরা যখন এক জায়গায় পানির কাছে পৌঁছলাম, তখন কিছু সংখ্যক লোক আসরের সলাতের সময় তাড়াহুড়া করল। এরা ওযূও করল তাড়াহুড়া করে। আমরা যখন তাদের কাছে পৌঁছলাম, তখন তাদের পায়ের গোড়ালিসমূহ এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাতে পানি পৌঁছেনি। এ দেখে রসূলুল্লাহ

---

[৪৪] মুসলিম

[৪৫] মুসলিম, আবূ দাউদ

[৪৬] সহীহ মুসলিম

বললেন, ওযূ করার সময় পায়ের গোড়ালির যে সব স্থানে পানি পৌঁছেনি সেগুলোর জন্য জাহান্নাম। তাই তোমরা ভালভাবে ওযূ কর।[৪৭]

মাসজিদের পথে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদেরকে আমি কি সেই কাজ বলে দিব না যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপরাধসমূহ দূর করেন এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! নিশ্চয়ই বলুন। তিনি বললেন: সলাতের সময় পূর্ণভাবে ওযূ করা, মাসজিদসমূহের দিকে বেশি বেশি হেঁটে যাওয়া এবং এক সলাতের পর অন্য সলাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটাই তোমাদের রিবাত বা জিহাদ।[৪৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে ব্যক্তি আগামীকাল ক্বিয়ামাতের দিন মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত

---

[৪৭] সহীহ মুসলিম
[৪৮] মুসলিম

পেতে আনন্দবোধ করে, সে যেন ঐসব সলাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যেসব সলাতের জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবীর জন্য হিদায়াতের পন্থা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব সলাতও হিদায়াতের পন্থা পদ্ধতি, যেমন এক ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত না হয়ে বাড়ীতে সলাত আদায় করে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়ীতে সলাত আদায় কর তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাত বা পন্থা–পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নাবীর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (সলাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মাসজিদে হাজির হয় তাহলে মাসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি করে নেকী লিখে দেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন, আমরা মনে করি যার মুনাফিক্বী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক্ব ছাড়া কেউ-ই জামা'আতে সলাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে হাজির হতো যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে সলাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।[৪৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পাক পবিত্র হয়ে (ওযূ করে) তারপর কোন ফার্‌য সলাত আদায় করার জন্য হেঁটে আল্লাহর কোন ঘরে (মাসজিদে) যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপের একটিতে পাপ ঝরে পড়ে এবং অপরটিতে মর্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[৫০]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ فَقَالُوا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا

---

[৪৯] সহীহ মুসলিম
[৫০] সহীহ মুসলিম

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানূ সালামাহ গোত্রের লোকজন মাসজিদে নাববীর কাছে এসে উক্ত খালি স্থানে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করলো। মাসজিদে নাববীর পাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। বিষয়টি নাবী () অবগত হলে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন: হে বানূ সালামাহ গোত্রের লোকজন, তোমরা তোমাদের বর্তমান ঘর-বাড়ীতেই থাক। সলাতের জন্য মাসজিদে আসতে তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ (পদক্ষেপের বিনিময়ে সওয়াব) লিখিত হয়। নাবী () এর এ কথা শুনে তারা বললো: আমরা এতে (এ কথায় এতটা খুশী হলাম যে) আমাদের বাড়ি-ঘর স্থানান্তরিত করে মাসজিদের কাছে আসলেও তত খুশী হতাম না।[৫১]

কোন ছাত্রের জন্য কি উভয় অবস্থা সমান যখন সে ক্লাসে যায় এবং পরীক্ষার হলে যায়? বাজারে যাওয়ার সময় যা ভাবেন কোন ভাইভ্যা বোর্ডে যাওয়ার সময় কি তাই ভাবতে পারেন? মানুষের গন্তব্য স্থলের ভিন্নতার কারণে তার মন মানসিকতাও ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আপনি সলাত আদায় করার জন্য, আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য মাসজিদে যাচ্ছেন। নিজের মধ্যে একটা ভাব আনুন। আল্লাহকে স্মরণ করুন। ফজিলাতের হাদিসগুলো একিনের সাথে খেয়াল রাখুন। প্রতি কদমে একটি করে নেকী আর একটি পাপ ঝরে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। দুনইয়ার বড় বড় অংকের বিপরীতে "এক" সংখ্যা নগণ্য মনে হলেও নেকীর হিসেবে "এক" অনেক বেশি।

আপনি এখন আল্লাহর ঘরে

মাসজিদকে নিজের ঘর মনে করবেন না। শুধু জ্ঞানগত নয় আমলগতভাবে এর মর্যাদা রক্ষা করুন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

আব্দুল্লাহ উবনু মাস'ঊদ বলেন, রসূলুল্লাহ () বলেছেন: বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী লোকেরা আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাদের কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা দাঁড়াবে।

---

[৫১] সহীহ মুসলিম

তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন। সাবধান! তোমরা (মাসজিদে) বাজারের মত শোরগোল করবে না।[৫২]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

আবূ আব্দুল্লাহ্ মাওলা শাদ্দাদ বিন আলহাদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রাহ কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কেউ কোন লোককে মাসজিদের মধ্যে হারানো কোন জিনিস তালাশ করতে দেখলে (অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে) যেন বলে: আল্লাহ্ করুন! তোমার জিনিস যেন তুমি না পাও। কারণ, মাসজিদ তো এ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়নি।[৫৩]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

বুরাইদাহ থেকে বর্ণনা করেনে। তিনি (বুরাইদাহ) বলেন, এক ব্যক্তি মাসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করলো। সে বললো: লাল বর্ণের উটের প্রতি কে ঘোষণা জানালো? অতঃপর নবী (ﷺ) বললেন: তুমি যেন তোমার হারানো জিনিস না পাও। কেননা, মাসজিদ তো মাসজিদের কাজের জন্য বানানো হয়েছে।[৫৪]

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

সায়িব ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মাসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করলো। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি 'উমার ইবনুল খাত্তাব। তিনি বললেন: যাও, এ দু'জনকে আমার

---

[৫২] সহীহ মুসলিম
[৫৩] সহীহ মুসলিম
[৫৪] সহীহ মুসলিম

নিকট নিয়ে এস। আমি তাদের নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন: তোমরা কারা? অথবা তিনি বললেন: তোমরা একই স্থানের লোক? তারা বললো যে আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন: তোমরা যদি মাদীনার লোক হতে, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা দু'জনে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাসজিদে উঁচ্চৈঃস্বরে কথা বলছো![৫৫]

প্রিয় মুসল্লী! আপনি কোন চায়ের দোকানে বা সেলুনে গেলে আপনার আচার-আচরণ, বাচন-ভঙ্গি কি তখন ঐ রকম থাকে যখন আপনি বড় কোন ডাক্তারের সামনে রুগী হিসেবে বসেন। এমন কোন শিল্পপতি বা নেতা যার দাওয়াত কোন সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জুটেনা তার রুমে বসে হালকা নাস্তা করার সময় আপনার যে অনুভতি তার সাথে কি ঐ সময়ের তুলনা চলে যখন আপনি আপনার সমগোত্রীয় বা নিম্নশ্রেনীর কোন লোকের ঘরে বসে উদর পূর্তি করেন। এই দুই অবস্থায় কারো আচার-আচরণ, শিষ্টাচারিতা, সংকোচবোধ, প্রফুল্লতা ইত্যাদি একই রকম হওয়ার কথা নয়। এখন আপনি যে স্থানে এসেছেন এর চেয়ে উত্তম কোন জায়গা বাইরে কি কোথাও আছে? যার সামনে দাঁড়িয়েছেন তিনি হলেন মহান সত্তা, সমস্ত বড়ত্ব শুধু তাঁরই। এমতবস্থায় আপনার কাছ থেকে কিরূপ আচরণ আশা করা যায়? আমরা উত্তম কিছুই আশা করছি।

তাকবীর এ তাহরিমা

তাকবীর এ তাহ্রিমার মাধ্যমে আপনি নিজের উপর সকল কাজ-কর্ম আর কথা-বার্তাকে হারাম করেছেন। এখন আপনি আর আপনার মহান প্রভু সামনা-সামনি। কোন অনুগত ছাত্রকে যদি অধ্যক্ষ্যের কক্ষে ডাকা হয় তাহলে সে তার জ্ঞান অনুযায়ী সর্বোচ্চ আদব দেখানোর চেষ্টা করবে, এটা আপনি অবশ্যই মেনে নিবেন। কোন চোর বা ছিনতায়কারী যদি জনগণের কব্জায় এসে যায় তাহলে তার মনের অবস্থা কেমন হবে তা সহজেই বুঝা যায়। তেমনিভাবে কোন হতদরিদ্র অসহায় ব্যক্তির সমাজের কোন প্রভাবশালী শিল্পপতির সামনে দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করার দৃশ্য অপনার চোখে না পড়লেও সামান্য চেষ্টাই তা অনুধাবন করতে পারবেন। আপনি যখন হঠাৎ করে আপনার প্রিয় কোন মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে যান তখন কী অনুভুত হয়? প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি মহান রব্ব এর দরবারে উপস্থিত, আপনার এবং মহান আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার সম্পর্ক তো এ সকল

[৫৫] সহীহুল বুখারী

উদাহরণ থেকে আরো অনেক উচ্চে। তাহলে সলাতে দাঁড়িয়ে আপনার মন-মগজ কেমন রাখা দরকার তাকি আপনি একটি বারও ভেবে দেখবেন না?

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ

ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ: قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ

فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বসরার অধিবাসী মা'বাদ জুহানীই প্রথম ব্যক্তি যে তাকদীর অস্বীকার করে। আমি ও হুমাঈদ ইবনু 'আব্দুর রহমান উভয়ে হাজ্জ অথবা 'উমরাহ'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। আমরা বললাম যদি আমরা এ সফরে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়ে যাই তাহলে ঐ সমস্ত লোকেরা তাকদীর সম্বন্ধে যা কিছু বলে সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করব। সৌভাগ্যক্রমে আমরা 'আব্দুল্লাহ উবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মাসজিদে ঢুকার পথে পেয়ে গেলাম। আমি ও আমার সাথী তাঁকে এমনভাবে ঘিরে নিলাম যে, আমাদের একজন তাঁর ডান এবং অপরজন তাঁর বামে থাকলাম। আমি মনে করলাম আমার সাথী আমাকেই কথা বলার সুযোগ দেবে। (কারণ আমি ছিলাম বাকপটু)। আমি বললাম "হে আবূ 'আব্দুর রহমান! আমাদের এলাকায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা একদিকে কুরআন পাঠ করে অপরদিকে জ্ঞানের অন্বেষণও করে। ইয়াহইয়া তাদের কিছু গুলাবলীর কথাও উল্লেখ করলেন। তাদের ধারণা (বক্তব্য) হচ্ছে, তাকদীর বলতে কিছু নেই এবং প্রত্যেক কাজ অকস্মাৎ সংঘটিত হয়।" ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: যখন তুমি এদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আর আমার সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, এদের কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান খয়রাত করে দেয় তবে আল্লাহ তার এ দান গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকদীরের উপর ঈমান না আনবে। অতঃপর তিনি বললেন, আমার পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিলো ধব্‌ধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিলো মিশমিশে কালো। সফর করে আসার কোনো চিহ্নও তার মধ্যে দেখা যায়নি। আমাদের কেউই তাকে চিনেও না। অবশেষে সে নাবী (ﷺ) এর সামনে বসলো। সে তার হাঁটুদ্বয় নাবী ﷺ-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলো এবং দু' হাতের তালু তাঁর (অথবা নিজের) উরুর উপর রাখলো এবং বলল, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,: ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দেবে

যে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ (মা'বূদ) নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল, সলাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের সাওম পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী ('উমার (رضي الله عنه)) বলেন, আমরা তার কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা সে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করছে আর (বিজ্ঞের ন্যায় সমর্থন করছে। এরপর সে বললো: আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নাবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে বললো, আমাকে 'ইহ্সান' সম্পর্কে বলুন! রসূলুল্লাহ (ﷺ) **বললেন: 'ইহ্সান' এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছো, যদি তাঁকে না দেখো তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।** এবার সে জিজ্ঞেস করলো। আমাকে ক্বিয়ামাত সম্বন্ধে বলুন! রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী কিছু জানে না। অতঃপর সে বলল, তাহলে আমাকে এর কিছু নিদর্শন বলুন। তিনি বললেন: দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং (এক কালে) নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র, বকরীর রাখালদের বড় বড় দালান-কোঠা নির্মানের প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে। বর্ণনাকারী ('উমার (رضي الله عنه) বলেন: এরপর লোকটি চলে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, হে 'উমার, তুমি কি জান, এই প্রশ্নকারী কে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জ্ঞাত আছেন। রসূল (ﷺ) বললেন, তিনি জিবরাঈল। তোমাদের কাছে তিনি তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।[৫৬]

অত্র হাদীস থেকে রসূল (ﷺ) প্রদত্ত ইহসানের সংজ্ঞাটি কলবের মধ্যে স্থায়ী করে নিন। সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় বাস্তবিকভাবে কাজে লাগান।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى

[৫৬] সহীহ মুসলিম

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল () কিবলাহর দিকের দেয়ালে থুথু দেখে তা পরিষ্কার করে দিলেন। অতঃপর লোকেদের দিকে ফিরে বললেন: যখন তোমাদের কেউ সলাত আদায় করে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা, সে যখন সলাত আদায় করে তখন তার সামনের দিকে আল্লাহ তা'আলা থাকেন।[৫৭]

আল্লাহ তা'আলা আপনার সামনেই আছেন। তিনি শুধু আপনার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনই প্রত্যক্ষ করেননা তিনি আপনার হৃদয়ের কম্পন ও চপলতাও দেখে থাকেন। আপনি মোটেই হীনমন্যতায় ভুগবেন না। আপনি তো আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় বস্তু অথবা তার নৈকট্য লাভের মাধ্যম নিয়ে এসেছেন।

আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন সৎ বান্দার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, তার বিরুদ্ধে অবশ্যই আমার যুদ্ধ ঘোষণা রইল। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফারয করেছি সেটাই আমার নিকট সর্বাধিক বেশি প্রিয়, যার দ্বারা আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে; আমার বান্দা সর্বদা নাফল 'ইবাদাত করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি।[৫৮]

বেশি ব্যাখ্যা না করে আপনাকে একটা প্রস্তাব করছি, আপনি আপনার একজন প্রিয় (যে কোন ব্যক্তির বেলায়ই হবে তার পরও প্রিয় শর্তারোপ করলাম যাতে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়) ব্যক্তির সামনে একবার খালি হাতে যান, এরপর একদিন তার খুবই প্রিয় কোন বস্তু বা খাদ্য নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হোন। আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে বলতে বাধ্য হবেন যে এ দুই দিনের অনুভূতির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। এখান থেকে মৌলিক ধারণা নিয়ে আপনার আনন্দ আর প্রফুল্লতাকে আরো হাজার গুণ বাড়িয়ে নিন। কারণ আপনি তো এখন আল্লাহর ফরযকৃত প্রিয় বস্তু সলাত নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। নাফল 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ভালবেসে ফেলার বিষয়টি ভাবনায় রাখুন।

---

[৫৭] সহীহুল বুখারী

[৫৮] সহীহুল বুখারী- সংক্ষেপিত

সলাতের শুরুতে পঠিতব্য দু'আ

রসূল (ﷺ) হতে ফারজ এবং নাফল সলাতের শুরুতে ফাতিহা পাঠের পূর্বে পঠিতব্য বেশ কিছু দু'আ বর্ণিত হয়েছে। তিনি একেক সময় একেকটি পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা জড়িত পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, তোমার নাম অনেক বরকতমণ্ডিত হোক, তোমার মহানত্ব সমুন্নত হোক। আর তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই।

নাবী (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কথা হচ্ছে: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ....... অর্থাৎ উক্ত দু'আটি।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।"[৫৭]

লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত দু'আটি তিনি ফারয সলাতে বলতেন।

দু'আটির ওজন আন্দাজ করুন। নিছক মুখস্থ দু'আ আকারে নয় বরং ভেঙ্গে ভেঙ্গে কথা বলার ধরণে আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার আরযি পেশ করুন। পাপগুলো স্মরণ করতে পারেন। একবার ভেবে দেখুন দু'আটি আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হয়ে গেলে তা কতইনা মজার হবে। এজন্য একটি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। কৌশলটি হচ্ছে, কোন পাাপের কাজের সম্মুখীন হলে এই ভেবে কাজটি ঘৃণার সাথে ত্যাগ করুন যে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আপনার দু'আটি কবূল করেছিলেন, তাই তিনি আমাকে এ পাপ হতে নিশ্চিৎ দূরে সরিয়ে রাখবেন। অতএব আমি অধম এখানে কোন সাহসে ঘোরাফেরা করছি।

---

[৫৭] বুখারী ও মুসলিম

﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّيْ وَ أَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لَاحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لَاحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيْ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ

অর্থঃ- আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যই। তাঁর কোন অংশী নেই। আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমার প্রভু ও আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যে হাজির এবং তোমার আজ্ঞা মানতে প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে এবং মন্দের সম্পর্ক তোমার প্রতি নয়। আমি তোমার অনুগ্রহে আছি এবং তোমারই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন। তুমি বরকতময় ও মহিমাময়, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।[৬০]

[৬০] সহীহ মুসলিম ৭৭১

দু'আটি ইমামের পিছনে পাঠ করতে যাবেন না। কারণ ইমাম সাহেব ১ম বা ২য় টি পাঠ করলে আপনি কোন ক্রমেই শেষ করতে পারবেন না শেষের দু'আটি। দু'আটি আপনি একাকি সলাত আদায় করার সময় বিশেষ করে ক্বিয়ামুল লাইল-এ পাঠ করতে পারেন। অর্থসহ ভালভাবে আয়ত্ব করে সুন্দর উপস্থাপনার ভঙ্গিতে পাঠ করতে পারলে কিছু অর্জন করতে পারবেন বলে আশা করি। وَاهْـدِنِيْ لِاَحْـسَنِ الْاَخْـلَاقِ لَا يَهْـدِيْ لِاَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ অংশটুকুতো একজন যুবক/যুবতীর জন্য দুনইয়ার সকল কিছুর চেয়ে উত্তম বলে আমি বিশ্বাস করি।

ফাতিহা পাঠ

আপনি ইমামের পিছনে উম্মুল কুরআন সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করেন কি করেন না তা আমার জানা নেই। এ নিয়ে তর্কে বা আলোচনায়ও যাব না। কারণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট বই পুস্তক রয়েছে। আমি তো শুধু তাই আলোচনা করব যার দ্বারা সলাতে একাগ্রতা আসে। জ্ঞানিদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ –باب (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة)

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি এমন কোনও সলাত পড়ে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ সলাত (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।"

আবূ হুরায়রাহকে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা ইমামের পিছনে থাকি (তখন কি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করব?) তিনি বললেন,: তখন মনে মনে তা পাঠ কর। কারণ আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি সলাত (সূরা ফাতিহা) কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন', তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আররাহমা-নির রাহীম' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায্ যা-ল্লীন', তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।"[৬১]

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**﴾ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ ﴿**الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**﴾ يَقُولُ اللهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ ﴿**مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ**﴾ يَقُولُ اللهُ مَجَّدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿**إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**﴾ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿**اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**

[৬১] সহীহ মুসলিম

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনও সলাত পড়ে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ সলাত (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।"

বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রাহকে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলাম, আমি কখনও ইমামের পিছনে থাকি (তখন কি ফাতিহা পাঠ করব?) তিনি আমার কনুইতে ধাক্কা দিয়ে বললেনঃ ওহে ফারেসী! তখন তুমি মনে মনে তা পাঠ কর। কারণ আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি সলাতে (সূরা ফাতিহা) কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আররাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্ যা-ল্লীন', তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।[৬২]

বান্দাহ ও তার রব এর মধ্যে এটা কতইনা সুন্দর কথোপকথন। ঝটিকা বেগে মন্ত্রের মত ফাতিহা পাঠ ছেড়ে দিন। ছাকতাহ্র সাথে ধীরে ধীরে পাঠ করুন। মুখে যা উচ্চারণ করছেন তা হৃদয় থেকে বের করে আনুন। হাদীস অনুযায়ী আল্লাহর জবাবমূলক কথাগুলো স্মরণ করুন এবং ভয়ের সাথে আনন্দিত হোন। আশা করা যায় এতে খুশুর সৃষ্টি হবে। আর এজন্য আরেকটি পূর্বশর্ত হচ্ছে ফাতিহার পরিপূর্ণ অর্থ জানা থাকা এবং

---

[৬২] মুয়াত্তা মালেক

আল্লাহর জবাবগুলো বাংলায় মুখস্থ করা। কেননা এর দ্বারাই সম্ভব হবে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াত পাঠান্তে বিচার দিবসের ভয়ে বিচলিত হওয়া, ফলে আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়া সহজ হবে। ইমাম সাহেব কে তিলাওয়াতের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে মনে মনে কথা বলা আর কর্ম পদ্ধতি নির্ণয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাদ দিন। বরং মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করুন। পুরোপুরি অর্থ না বুঝলেও বহুল পরিচিত কোন শব্দ যেমন, জান্নাত-জাহান্নাম, মু'মিন, কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, হাশর, মিযান, নাবী-রসূলদের নাম ইত্যাদি শুনে তৎসংক্রান্ত সহীহ্ তথ্য, ঘটনা প্রবাহ অন্তরে জাগ্রত করতে পারেন। মূসা শব্দ শুনে কোন এক মূসার কাছে আপনি বিশটি টাকা পান তা না ভেবে মূসা (عليه السلام) এর কথা ভাবুন। প্রকৃতপক্ষে তিলাওয়াতে তার নামই এসেছে। মুনাফিক শব্দ শোনে নিজের মধ্যে কোন মুনাফিকির লক্ষণ আছে কিনা তা ভাবা যেতে পারে। সলাতে আল্লহর সামনে দাঁড়িয়ে[৬৩] আরো কঠিন কিছুও ভাবতে পারেন।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে,

أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ ﴿هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ﴾ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

অর্থ: "তিনি জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করে কাঁদতে শুরু করলেন। নাবী (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বললেন: আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। হাশরের মাঠে আপনি কি আপনার পরিবার ও আপনজনের কথা মনে রাখবেন? নাবী (ﷺ)

---

[৬৩] আপনি ইউপি চেয়ারম্যান এর সামনে দাঁড়িয়েই যে রকম অনুভব করেন তাতে প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হলে আপনার কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন? কাজেই সকল বাদশাহর বাদশাহ একমাত্র রব এর সামনে দাঁড়ানোর কথাকে রূপকথা না মনে করলে আপনার কাছ থেকে কী আশা করা যায়।

উত্তরে বললেন: তিনটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। (১) মানুষের আমল যখন মাপা হবে। তখন মানুষ সবকিছু ভুলে যাবে। চিন্তা একটাই থাকবে, তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে না হালকা হবে। (২) যখন প্রত্যেকের আমলনামা দেয়া হবে তখন কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা। আমলনামা ডান হাতে পাবে না বাম হাতে পাবে- এ নিয়ে চিন্তিত থাকবে। (৩) পুলসিরাত পার হওয়ার সময়ও সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। কেউ কাউকে স্মরণ করবে না।[৬৪]

সলাত আদায় অবস্থায় এই হাদীসটি স্মরণ করলে অন্য কোন ভাবনা কি মুসল্লীকে চিন্তান্বিত করতে পারে? আর যদি সূরাতুল কারিয়াহ অথবা নিম্নোক্ত কোন আয়াত পাঠ করা হয় তা হলে তো কোন কথাই নেই।

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ لا فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ج (١٩) إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ج (٢٠) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ لا (٢١) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا (٢٢) قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ (٢٣) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ٥ لا فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ ج (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ج (٢٦)﴾

অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে:

নাও, তোমরাও (আমার) আমল নামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী-জীবন-যাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তিসহকারে। যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: হায় আমায় যদি আমলনামা না দেয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। (আল-হাক্কাহ: ৬৯/১৯-২৬)

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ لا (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا لا (٨) وَّيَنْقَلِبُ إِلٰٓى أَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ط (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ لا (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا لا (١١) وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ط (١٢)﴾

---

[৬৪] আবূ দাঊদ

যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে। এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(আল-ইনশিকাক্ব: ৮৪/৭-১২)

ক্ষণস্থায়ী দুনইয়ার ক্ষণিকের কোন বিপদের আশংকাই আপনার হৃদয়কে সংকুচিত করে ফেলে, চেহারা হয়ে যায় ফ্যাকাশে। সলাতের মধ্যে একটি বার ভাবুন তো সেদিন যদি আপনার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যায়? আমলনামা যদি বাম হাতে দেয়া হয় তাহলে কী উপায় হবে ?

রুকু

আব্দুল্লাহ বিন 'উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'বান্দা যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয়, তখন তার সমস্ত গুনাহ হাযির করা হয়। অতঃপর তা তার মাথায় ও দু' স্কন্ধে রেখে দেয়া হয়। এরপর সে ব্যক্তি যখনই রুকূ বা সিজদায় গমন করে, তখনই গুনাাহসমূহে ঝরে পড়ে।[৬৫]

রুকূ করার সময় বিশেষ কোন পাপের কথা স্মরণ করে নিজেকে অস্থির ও অসহায় করে তুলুন। এমন পাপ যা আপনার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং ক্ষমা না হলে জাহান্নামে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। দু'আ পাঠের সময় বিশেষ করে ইস্তিগফার সংক্রান্ত দু'আগুলো পাঠান্তে তাওবাতুন নাসুহা এর সময় মু'মিনের অন্তরে যে অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় তার সমাবেশ ঘটান। গোনাহসমূহ ঝরে পড়েছে এটা যেন আপনি অনুভব করতে পারছেন। এর বিপরীত দিকটাও মাথায় রাখতে হবে, তা হল তাওবাহ কবূল না হওয়ার ভয়, গুনাহ ঝরে না পড়ার ভয়।

রুকুতে নিম্নের যিক্‌র ও দু'আ পাঠ করুন যা আল্লাহর রসূল (সঃ) পাঠ করতেন।

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থঃ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।
এটি তিনি ৩ বার পাঠ করতেন।[৬৬]

অবশ্য কোন কোন সময়ে তিনের অধিকবারও পাঠ করতেন। কারণ,

---

[৬৫] (ত্বাবারানী ও বায়হাকী)

[৬৬] সুনানু আবূদাঊদ, সহীহ ৬০৪নং, ত্বাবারানী

কখনো কখনো তার রুকূ ও সিজদাহ কিয়ামের মত দীর্ঘ হত।[৬৭]

২। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩ বার।[৬৮]

৩। سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশতামণ্ডলী ও জিবরীল এর প্রভু (আল্লাহ)।[৬৯]

৪। سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর।

তিনি কুরআনের উপর আমল করতঃ রুকূ ও সাজদাতে এ দু'আটি বেশী বেশী করে পড়তেন।[৭০]

৫। اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ

رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَ عَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তুমি আমার প্রভু। আমার কর্ণ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, অস্থি ও ধমনী বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হল।[৭১]

রুকু থেকে উঠার পর নিম্নোক্ত যিকরগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করুন-

১। رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [৭২]

২. ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ [৭৩]

---

[৬৭] সিফাতু সালাতিন নাবী ﷺ, আলবানী ১৩২ পৃঃ
[৬৮] আবূ দাউদ, সুনান ৮৮৫নং, দারাকুতনী
[৬৯] সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ
[৭০] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম
[৭১] সহীহ মুসলিম, সহীহ নাসাঈ
[৭২] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম
[৭৩] সহীহুল বুখারী ৮০৩ নং, মুসলিম প্রমুখ

৩. রসূল (ﷺ) বলেছেন:

ইমাম যখন - سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে- اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ কেননা, যার কথা ফিরিশতাদের কথার সাথে মিলবে তার পূর্বকৃত পাপ মাফ করে দেয়া হবে।

৪. مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَ مِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ভরে এবং এর পরেও তুমি যা চাও সেই বস্তু ভরে। বুখারী ও মুসলিম

৫. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সব প্রশংসা অত্যধিক পবিত্র প্রশংসা যার মধ্যে ও উপরে বরকত নিহিত ঠিক ঐভাবে যেভাবে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।[৭৪]

এখানে প্রকাশ থাকে যে, রুকুতে গিয়ে উঠার জন্য ব্যস্ত না হয়ে এই ভেবে পুলকিত হোন যে, আপনি আপনার সমস্ত গর্ব-অহংকার ধুলিস্যাৎ করে মহান রব্ব এর সামনে মাথা নত করে দিয়েছেন এবং তিনি আপনার গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আপনি যতক্ষণ দেরি করবেন ততইতো প্রশান্তি লাভ করার কথা।

সিজদাহ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাজদাহ করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল, দু’হাত, দু’হাঁটু ও দু’পা ।[৭৫]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا

---

[৭৪] সহীহুল বুখারী ৭৯৮

[৭৫] সহীহুল বুখারী ও মুসলিম

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমরা সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাজদাহ করতে- চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি।[৭৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةَ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَعَصَيْتُ فَلِي النَّارُ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মানুষ যখন সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে, হায়! আমার দুর্ভাগ্য! ইবনু কুরায়বের বর্ণনায় রয়েছে, হায়রে আমার দুর্ভাগ্য! বনী আদাম সাজদাহর জন্য আদিষ্ট হলো। তারপর সে সাজদাহ করলো এবং এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হলো। আর আমাকে সাজদাহ'র জন্য আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হলো। যুহাইর ইবনু হারব (রহঃ) ...... 'আমাশ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে "আমি অমান্য করলাম ফলে আমার জন্য নির্ধারিত হলো জাহান্নাম"।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের রব্বকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, মেঘমুক্ত পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। ক্বিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করতে সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র উম্মাহ্, তবে

---

[৭৬] সহীহুল বুখারী

তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাঁদের মাঝে এ সময় আল্লাহ তা'আলা শুভাগমণ করবেন এবং বলবেন: "আমি তোমাদের রব্ব।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব্বের শুভাগমণ না হবে ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন শুভাগমণ হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা শুভাগমণ করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব্ব।" তারা বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের রব্ব। আল্লাহ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রসূলগণের মধ্যে আমিই সবার পূর্বে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রসূলগণের কথা হবে: (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) ইয়া আল্লাহ, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই । তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমাল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমালের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, অতঃপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের হতে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমাত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে মালাইকাকে নির্দেশ দেবেন, যে, যারা আল্লাহর ইবাদত করতো, তাদেরকে যেন জাহান্নাম হতে বের করে আনা হয়। **ফিরিশতাগণ তাদের বের করে আনবেন, এবং সাজদাহ্র চিহ্নগুলো দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সাজদাহর চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম হতে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে**। অবশেষে তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব্ব! জাহান্নাম হতে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা

দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইয্যতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক হতে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব্ব! আপনি জান্নাতের দরজার নিকট পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব্ব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ তাৎক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পূরণ করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে না, আপনার ইয্যতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরোজায় পৌঁছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও তার অভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব্ব! আমকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন: হে আদম সন্তান, কী আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব্ব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমনকি তার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন: এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব্ব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: এ সবই তোমার, এ সাথে আরো সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হল)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন: এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেয়া হল)। আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবূ

সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।[৭৭]

عن أبي أمامة ﷺ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ مُرْنِي بِأَمْرٍ اَنْقَطِعَ بِهِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَ حُطَّ بِهَا خَطِيئَةً

আবূ উমামাহ বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললাম আপনি আমাকে একটি আমালের কথা বলুন যা আমি যথাযথভাবে পালন করব। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যখনই তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সাজদাহ্ করবে তখনই আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং গুনাহ মুছে দেবেন।[৭৮]

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوْعَـةٌ عَلَى رَأْسِهِ كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَتْ عَنْهُ فَيَفْرِغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ تَحَاتَتْ خَطَايَاهُ-

সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যখন মুসলমান সলাত আরম্ভ করে তার গুনাহ তার মাথার উপর থাকে। যতবার সে সাজদাহ্ করে ততবার গুনাহ ঝরে পড়ে । অতঃপর যখন সে সলাত শেষ করে তখন তার সব গুনাহ ঝরে যায়'।[৭৯]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আমাদের প্রতিপালক যখন তাঁর পায়ের গোড়ালির জ্যোতি বিকীর্ণ করবেন, তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাকে সাজ্দাহ করবে। কিন্তু যারা দুনইয়াতে লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য সাজ্দাহ করত, তারা কেবল বাকী থাকবে। তারা সাজদাহ করতে ইচ্ছে করলে তাদের পিঠ একখণ্ড কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে ।[৮০]

---

[৭৭] সহীহুল বুখারী, মুসলিম

[৭৮] সিলসিলাহ সহীহা হা/৫৪২

[৭৯] সিলসিলা সহীহা/৫৭৯

[৮০] সহীহুল বুখারী ও মুসলিম

আবূ সা'ঈদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ মেঘমুক্ত অবস্থায় চন্দ্র ও সূর্যের দিকে তাকাতে কি কোন অসুবিধা হয়? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন, সে দুটি (চন্দ্র ও সূর্য) দেখতে যতটুকু কষ্ট হয়, তোমাদের রব্বকে দেখতেও তোমাদের ততটুকু কষ্ট হবে মাত্র। এরপর তিনি বললেন, সেদিন (কিয়ামাতের দিন) একজন ঘোষণা করে বলবে, যে ব্যক্তি যার ইবাদাত/দাসত্ব করেছে, সে যেন (আজ) তার অনুসরণ করে, সুতরাং ক্রুশধারীরা ক্রুশের সাথে চলে যাবে, এভাবে প্রতি ইলাহের অনুসারীরা তাদের ইলাহের নিকট চলে যাবে। তারপর সৎ অসৎ যাই হোক, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করত শুধুমাত্র তারাই অবশিষ্ট থাকবে। এরপর জাহান্নামকে সামনে আনা হবে, তা মরীচিকার মত মনে হবে। তখন ইয়াহুদীদেরকে বলা হবে: তোমরা কিসের ইবাদাত করতে? তারা বলবে: আমরা আল্লাহর সন্তান 'উযায়েরের 'ইবাদাত করতাম। তাদেরকে বলা হবে: তোমরা মিথ্যা কথা বলছ, আল্লাহর তো স্ত্রী বা সন্তান ছিল না। (তাদেরকে পুনরায় বলা হবে) তোমরা এখন কী চাও? তারা বলবে: আমরা পানি পান করতে চাই। বলা হবে: ঠিক আছে পানি পান করে নাও। তারপর তারা জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। এরপর খৃস্টানদেরকে বলা হবে: তোমরা কিসের ইবাদাত করতে? তারা বলবে: আমরা আল্লাহর সন্তান (ঈসা) মসীহের 'ইবাদাত করতাম। তাদের বলা হবে: তোমরা মিথ্যা কথা বললে, আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান কিছুই ছিল না (তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে) তোমরা এখন কী চাও? তারা বলবে: আমরা চাই আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে বলা হবে: নাও পানি পান কর। অতঃপর তারাও জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারীরা। তাদের মধ্যে সৎ অসৎ সব ধরণের লোক থাকবে। তাদেরকে বলা হবে: সকল মানুষ তো চলে গেছে, কিন্তু তোমাদেরকে কিসে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলবে: আমরা তো তখনই তাদেরকে বর্জন করেছিলাম যখন আজকের চেয়ে তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল; আমরা এই মর্মে একজন ঘোষকের ঘোষণা শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদাত করত তারা তাদের সাথে চলে যাও; আমরা (সেই ঘোষণা অনুসারে) আমাদের রব্বের জন্য অপেক্ষা করছি। রসূলুল্লাহ () বললেন: এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের নিকট আসবেন, কিন্তু প্রথমবার মু'মিনগণ যে আকৃতিতে তাঁকে দেখেছিলেন তিনি

সেই আকৃতিতে আসবেন না। তিনি এসে বলবেন: আমি তোমাদের রব্ব। সকলে বলবে: হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব্ব! (সে সময়) নাবীগণ ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলবে না। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন: তোমরা কী চিহ্ন জানো? তারা বলবে: পায়ের নলার তাজাল্লী। সে সময় পায়ের তাজাল্লী খুলে দেয়া হবে। **তখন সকল মু'মিন সাজদায় পড়ে যাবে, তবে যারা লোক দেখানোর জন্য আল্লাহর 'ইবাদাত করত তারা বাদ থেকে যাবে। তারা সে সময় সিজদাহ করতে চাইলে তাদের মেরুদণ্ডের হাড় শক্ত হয়ে একটি তক্তার ন্যায় হয়ে যাবে** (তাই তারা সিজদাহ করতে পারবে না)।[৮১]

মু'মিন বান্দারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করে না। পুরো সলাতের মধ্যে সাজদাহ্‌কে আরো বেশি গভীরভাবে উপলব্ধি করুন।

আমি আশ্চর্যের সাথে তাদেরকে লক্ষ্য করেছি যারা মাজারে কবরে কিংবা মানুষকে সিজদাহ করে। তাদের অন্তরে যাই থাকুক না কেন চেহারায় দেখেছি গাম্ভীর্য, একনিষ্ঠতা আর ভয়ের ছাপ। এমন মানুষও আমার এ দু' চোখ দেখেছে যারা মাজারে/পীরের পায়ে সিজদাহ করে আবার মাসজিদেও যায়। এ দু' অবস্থায় একই ব্যক্তির আদব, শিষ্টাচারিতার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আমাকে পীড়া দিয়েছে।

তাদেরকে মাজারে পাই অনুগত, অনুরক্ত, বিনয়ী-ভক্ত হিসেবে আর মাসজিদে পাওয়া যায় অনেকটা বেপরোয়া আর সাদামাটা হিসেবে। নামকরা কোন মাজার নয় বরং আপনার নিকটস্থ কোন মাজার বা শয়তানের (ভণ্ডপীরের) আখড়ায় গেলেই বুঝতে পারবেন জাতি আজ কোথায় আছে? আমার দুঃখ হয় এসব পথভ্রষ্ট মানুষগুলো পীরবেশী দাজ্জাল, কায্‌যাব, শয়তান, ত্বাগুত-মুর্তাদের সামনে আর দুর্গার চেয়েও নিকৃষ্ট দর্গায় (মাজারে)[৮২] গিয়ে তাদের ঈমান আর মনের অবস্থা এভাবে

---

[৮১] সহীহুল বুখারী সংক্ষেপিত

[৮২] দুর্গার (দুর্গা মন্দির) চেয়ে দর্গাকে নিকৃষ্ট বলেছি এ কারণে যে, দুর্গায় গিয়ে কোন মুসলিম ধোঁকায় পড়ে না, কিন্তু দর্গায় (মাজারে) গিয়ে সরলপ্রাণ লাখো মুসলিম শির্‌ক-এ লিপ্ত হয়ে মুশরিক হয়ে যায়।

হায়েনা, জানোয়ার ঘোড়ার উপর গড়ে উঠা মাজারের কথা না হয় বাদই দিলাম, কেবল মাজারে পুন্যবান ব্যক্তিরা শায়িত আছে বলে দাবি তুলে তাদের পূজা করা হচ্ছে তা দৃষ্টি গোচরে এলে সকল যুগেই মানবের এক অংশের উপর শয়তানের বিজয়ী হওয়ার জন্য তাকে বাহবা দিতে হয়। সে তার চ্যালেঞ্জ প্রমাণ করছে। কারণ নূহ (عليه السلام) থেকে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর যুগের মুশরিকরা যে সকল পুন্যবান ব্যক্তির (মূর্তি বানিয়ে) 'ইবাদত করত তারা যে মাজারে শায়িত তথাকথিত পুণ্যবানদের চেয়ে হাজারগুণ উত্তম ছিলেন তা মূর্খরা ছাড়া সকলেই মেনে নিতে বাধ্য।

প্রকাশ করতে পারে, অথচ আমরা একমাত্র সত্য প্রভু, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাঁর সিজদায় পড়ে পরিতৃপ্ত হই না, কাঁদতে পারি না, চাইতে পারি না চাওয়ার মত করে অথচ আমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদাতকারী। আপনাকে মৃত্যুর মুখোমুখী করা হলেও যে সিজদা অন্য কাউকে করবেন না সেই সিজদাহ আল্লাহকে দেয়ার সময় আপনি তেমন কোন ভাবান্তরিত হচ্ছেন না এটা কেমন কথা। সিজদাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বার বার পড়ে মূল ভাবধারাটি আয়ত্বে এনে নিন এবং সিজদাহ করার সময় যে কোন একটি পয়েন্ট ভাবনায় আনুন। সিজদাহতে লুটিয়ে পড়ার সময় পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে ধরে নিন ক্বিয়ামতের সেই কঠিন দিনে যারা আল্লাহকে সিজদাহ করতে পারবে আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আজ যে রকমভাবে সিজদাহ করছেন তখনও একইভাবে মহান রব্ব এর সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন। কখনো এর বিপরীতও ভাবতে পারেন। যদি আপনার পিঠ শক্ত হয়ে যায় তাহলে কী উপায় হবে। এরকম ভাবলে দেখা যাবে আপনি আরো অধিক ভয়ের সাথে সিজদাহ'তে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারছেন। আর জেনে রাখা ভাল প্রার্থনা করার জন্য সিজদাহ হচ্ছে সর্বোত্তম সময়। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ رواه مسلم وفي رواية له عن ابن عباس قال: فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদায় রত হয়। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী প্রার্থনা কর। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা প্রার্থনায় সাধ্যমতো চেষ্ট কর। আশা করা যায়, তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে।'[৮৩]

সিজদাহ'তে পঠিতব্য দু'আ

১. سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার বা ততোধিক বার।[৮৪]

২. سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ

অর্থ- আমি আমার সুমহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩

[৮৩] সহীহ মুসলিম

[৮৪] আবূদাঊদ, সুনান ৮৮৫নং

বার।[৮৫]

দুনইয়াতে কেউ আপনার একটু উপকার করলে, সহানুভূতি দেখালে কতভাবেই না তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। বান্দার প্রতি মহান রব্ব এর অগণিত নিয়ামাতের কথা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। হাজারো নিয়ামাতের মধ্যে এমন কিছু নিয়ামাত খুঁজে পাবেন যা বিশেষভাবে স্মরণীয়- যদি আপনি বুঝে থাকেন। অতএব সিজদাহতে গিয়ে মহান রব্ব-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে, তাঁর প্রশংসায় নিজেকে অলংকৃত করতে বিশেষ যত্নবান হোন। সিজদাহতে তাসবীহ পাঠ করার সময় আপনার প্রতি রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়ে তাঁর প্রশংসা করুন।

৩.سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর।[৮৬]

৪.اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ وَ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গোনাহকে মাফ করে দাও।[৮৭]

৫. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও।[৮৮]

শেষের দু'আ তিনটি পাঠ করার ক্ষেত্রে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ অংশটুকু পাঠ করার সময় কখনো নির্দিষ্ট কোন পাপের কথা স্মরণ করে ভয়ার্ত হৃদয় নিয়ে মিনতির সুরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করুন। দু' সিজদাহর মাঝে নিম্নের দু'আগুলো পাঠ করুন।

১. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও,

---

[৮৫] আবূদাউদ, সুনান , মুসনাদ আহমাদ

[৮৬] (বুখারী, মুসলিম)

[৮৭] সহীহ মুসলিম ৪৮৩নং, আমুসনাদ আহমাদ

[৮৮] নাসাঈ ১০৭৬ নং, হাকেম

আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর।[৮৯]

২. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর।[৯০]

প্রথম সিজদাহ হতে উঠার সময় ভাবুন; সখ মিটল না কি যেন একটু বাদ পড়ে গেল। পরবর্তী সিজদাহ্‌তে তৃপ্তি মিটানোর জন্য আকাংক্ষিত আর উদগ্রিব হোন।

তাশাহ্‌হুদ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন এমনভাবে (দু' হাতের তালু এক সাথে মিলিয়ে দেখালেন) যেমনভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরাহ শিক্ষা দিতেন।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

অর্থ- আল্লাহর জন্যই যাবতীয় তাহিয়্যাত, সালাওয়াত[৯১] ও ত্বাইয়িবাত[৯২]। হে নাবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল।

---

[৮৯] আবূদাউদ, সুনান ৮৫০, তিরমিযী ২৮৪

[৯০] আবূদাউদ, ইবনু মাজাহ ৮৯৭নং

[৯১] التحيات আত্তাহিয়্যাতু এমন শব্দাবলী যা সুরক্ষা, রাজ্য ও স্থায়িত্বের প্রতি নির্দেশ করে। আর এসব গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ যাবতীয় প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত, সকল রাজ্য তাঁরই আর তিনিই কেবল চিরস্থায়ী। (الصلوات - সালাওয়াত) ঐ সকল শব্দ যার দ্বারা আল্লাহর মহানত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে সকল শব্দের কেবল তিনিই অধিকারী, আর কারো জন্য তা প্রযোজ্য নয়। (নিহায়াহ)

[৯২] (الطيبات - আত্-ত্বাইয়িবাত) ঐ মানানসই সুন্দর বাক্য যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়। তবে তা এমন যেন না হয় যে, তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর জন্য অনুপযুক্ত যার দ্বারা রাজা-বাদশাহদেরকে সম্ভাষণ জানান হতো।

ইবনু মাসউদ বলেন: আমরা উক্ত শব্দে অর্থাৎ (أَيُّهَا النَّبِيُّ) হে নাবী! সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাশাহ্হুদ পাঠ করতাম যখন তিনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তখন আমরা ايها النبي এর পরিবর্তে على النبي অর্থাৎ নাবীর উপর বলতাম।

তাশাহ্হুদের বৈঠকে আপনি শুরুতে কী সুন্দর কথাই না বলছেন। আফসোস তাদের জন্য যারা অর্থ না বুঝে শুধু মুখেই আউড়িয়ে যায়। السلام عليك أيها النبي/على النبي পড়ার সময় সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ও রসূল (ﷺ) এর সালাম আদান-প্রদান সংক্রান্ত দু'-একটি হাদীস আপনার অন্তরে ভেসে উঠে এ আফসোস/আকাঙ্ক্ষা মনে জাগ্রত হতে পারে; আমি যদি সাহাবা হতাম! ক্বাবার ছায়ায় নাবী (ﷺ) কে বসা অবস্থায় পেয়ে সালাম করতাম, মাসজিদে নাববীতে নাবী (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ হতো তখন সালাম করতাম, কিছু হাদিয়া নিয়ে তার হুজরার সামনে গিয়ে সালাম দিতাম কিছুক্ষণ পর বের হয়ে তিনি সালামের জবাব দিতেন, মুচকি হাসতেন ইত্যাদি (কোন আকার-আকৃতি, চেহারা (কায়া) ভাববেনা যেন)। যেহেতু রসূল (ﷺ) এর কাছে দরূদ ও সালাম পৌঁছে দেয়ার জন্য একদল মালায়িকা নিযুক্ত আছে তাই নিশ্চিন্তে এবং তৃপ্তির সাথে সালাম পেশ করুন। অগ্রিমও ভাবতে পারেনঃ ইনশাআল্লাহ আমরা জান্নাতে গিয়ে নাবী (ﷺ) কে সালাম দিব, কথা বলব। একটু যত্ন সহকারে পাঠ করলে আত্তাহিয়াতু এর শেষের অংশটুকু আপনার প্রশান্তির কারণ হতে পারে।

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ

لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ

আব্দুল্লাহ উবনু 'আমর উবনুল 'আস (রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের এক ব্যক্তিকে সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে আলাদা করে এনে হাযির করবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি ('আমলের) নিবন্ধন খাতা খুলে দিবেন। এক একটি নিবন্ধন খাতা হবে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর তিনি তাকে বলবেন: এর কোন কিছুও কি অস্বীকার করতে পার? আমার সংরক্ষণকারী লিপিকারগণ (কিরামান কাতিবীন) কি তোমার উপর কোন যুলুম করেছে?

লোকটি বলবে: না, হে আমার রব্ব! আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমার কিছু বলার আছে কি? লোকটি বলবে: না, হে আমার রব্ব! তিনি বলবেন: হ্যাঁ, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজ তোমার উপর কোন যুলুম করা হবে না।

তখন একটি ছোট্ট কাগজের টুকরা বের করা হবে। এতে আছে 'আশহাদু আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসূলুহু'

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া; আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন: চল, এর ওযনের স্থানে হাযির হও। লোকটি বলবে: হে আমার রব্ব! এই একটি ছোট্ট টুকরা, আর এতগুলো নিবন্ধন খাতা, কোথায় কী! তিনি বলবেন: তোমার উপর অবশ্যই কোন যুলুম করা হবে না। অনন্তর সবগুলো নিবন্ধন খাতা এক পাল্লায় রাখা হবে, আর ছোট্ট সেই টুকরাটিকে আরেক পাল্লায় রাখা হবে। (আল্লাহর কি মহিমা!) সবগুলো দপ্তর (ওযনে) হালকা হয়ে যাবে, আর ছোট্ট টুকরাটিই হয়ে যাবে ভারি। আল্লাহর নামের মুকাবিলায় কোন জিনিসই ভারি হবে না।[৯৩]

আত্তাহিয়্যাতু..... পড়ার সময় যখন উক্ত কালিমাটিতে পৌঁছবেন তখন এই হাদীস বিশেষভাবে স্মরণ করে পুলকিত হোন।

আল্লাহ চাহেন তো আপনার নেকির পাল্লায় এই কালিমা ছাড়াও আরো অনেক সৎ আমল থাকবে। অতএব আপনি হতাশ হচ্ছেন কেন?

---

[৯৩] সহীহ তিরমিযী

দরূদ পাঠ: আযান অধ্যায়ের শেষ অংশ দেখুন।

দরূদের অর্থ বুঝে না আসলেও মুহাম্মদ ও ইব্‌রাহীম (عليه السلام) এর নাম উচ্চারণের সময় তাদের জীবনী সম্পর্কে কিছু ভাবতে পারেন। এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, অনুসরণ অনুকরণ করার প্রত্যয় অন্তরে সৃষ্টি করুন।

অন্যান্য দু'আ পাঠ:

রসূল (ﷺ) বলেছেন-

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَيُصَلِّ) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ»

তোমাদের কেউ সলাত আদায় করলে প্রথমে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে। অতঃপর নাবী ﷺ-এর প্রতি সলাত পাঠ করে। অতঃপর যা ইচ্ছে দু'আ করবে।[৯৪]

«سَمِعَ رَجُلاً يُصَلِّيْ فَمَجِدَ اللهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ أُدْعُ تُجَبْ- وَسَلْ تُعْطَ»

নাবী (ﷺ) সলাতরত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে আল্লাহর মহিমাকীর্তন ও প্রশংসা এবং নাবী ﷺ-এর প্রতি সলাত পাঠ করতে শুনার পর বললেন- দু'আ কর, কবূল হবে; চাও দেয়া হবে।[৯৫]

আত্তাহিয়াতু ও দরূদ পাঠ করার পর মুসল্লী কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দু'আ করতে পারবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় অধিকাংশ মুসল্লী আত্তাহিয়াতু ও দরূদ পাঠ করার পর দু'আ মাসূরা নামে পরিচিত দু'আটিই শুধু পাঠ করেন। অথচ এর বাইরে যে আরো অনেক দু'আ আছে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। আপনি যদি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে নিম্নোক্ত দু'আগুলো থেকে যথাসম্ভব অর্থসহ মুখস্থ করে নিন।

١. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে,

[৯৪] আহমাদ , আবূ দাঊদ

[৯৫] নাসাঈ

কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৯৬]

এ দু'আটি পাঠ করার সময় জাহান্নাম, কবর, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা, দাজ্জালের ফিতনা শব্দগুলোকে আলাদা এবং স্পষ্টভাবে মস্তিষ্ক সজাগ রেখে উচ্চারণ করুন। জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছেন এমতাবস্থায় জাহান্নামের ভয়াবহতা কল্পনায় ভেসে উঠলে অবশ্যই দু'আটি হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসবে- ইনশাআল্লাহ। যখন কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাবেন তখন একইভাবে হৃদয়কে বিগলিত করতে চেষ্টা করুন। এ ক্ষেত্রে আপনার পরিচিত কোন ব্যক্তির লাশ কবরে রাখার দৃশ্যের স্মরণ আপনার মনকে নাড়া দিতে পারে।

২. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।৯৭

৩. اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো।[৯৮]

৩ নং দু'আ পাঠ করার সময় অত্র হাদীসটি খেয়াল করতে পারেন।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ هَلَكَ قُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ.

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি খাঁটি মুমিনদের সম্পর্কে বলেননি যে, 'অচিরেই তাদের নিকট হতে সহজ হিসাব নেয়া হবে।' নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, মু'মিনদেরকে হিসাবের মুখো-মুখি করা হবে মাত্র। তবে যার হিসাব পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হবেই।[৯৯]

---

[৯৬] সহীহ মুসলিম

[৯৭] নাসায়ী ১৩০৬

[৯৮] মুসনাদ আহমাদ ৬/৪৮, হাকেম, মুস্তাদ্‌রাক

[৯৯] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম

৪. اَلْقَوْمَ اللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي اللّٰهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ (وَفِي رواية الحاكم) وَالْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضٰى وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيْدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ (لَا تَنْفَدُ وَ) لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَ (اَسْأَلُكَ) الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার গায়েব জানা ও মাখলূকের উপর ক্ষমতা থাকার অসীলায়, যে পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য ভাল মনে কর সে পর্যন্ত আমাকে হায়াত দান কর। আর আমার জন্য যখন মরণ ভাল মনে কর তখন আমাকে মৃত্যুদান কর। হে আল্লাহ! দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের বিষয়ে তোমার ভীতি (আল্লাহভীরুতা) চাই। আরো চাই তোমার নিকট উচিত (সত্য) কথা (অন্য বর্ণনা মতে ফায়সালার কথা) এবং ক্রোধ ও সন্তুষ্টির অবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা। চাই ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রের মধ্যমাবস্থা। আর তোমার নিকট স্থায়ী নি'আমত চাই, তোমার নিকট চক্ষুশীতলকারী এমন জিনিস চাই যা নিঃশেষ নিবৃত্ত হবার নয়, তোমার ফায়সালা করার পর তাতে তোমার সন্তুষ্টি চাই। মৃত্যুর পর আরামদায়ক স্থায়ী জীবন চাই। তোমার চেহারা মুবারক দর্শনের স্বাদ আস্বাদন করতে চাই। তোমার সাক্ষাতের প্রতি আকর্ষণ চাই কোন রূপ ক্ষতিকর রোগ-ব্যাধি ও ভ্রষ্টকারী ফিৎনাহ ব্যতীত। হে আমাদের রব! ঈমানের অলঙ্কার দ্বারা আমাদেরকে অলংকৃত কর এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত, হিদায়াত দানকারী বানাও।

এ দু'আটি জিহ্বার সাথে অন্তরকে মিলিয়ে দিয়ে কোন বন্ধু তার বুকের জমানো ব্যথাগুলো অন্তরঙ্গ অপর বন্ধুর নিকট প্রকাশ করতে গিয়ে যেমন ইমোশনাল (আবেগাপ্লুত) হয়ে কেঁদে ফেলে তদ্রূপ মহান প্রভুকে বলতে পারলে তা কোন মুসল্লীর আত্মতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট।

৫. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! মা'সাম (যার কারণে মানুষ পাপে লিপ্ত হয়) ও মাগরাম অর্থাৎ ঋণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৬. اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ) (الْمَنَّانُ)(يَا) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ! يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ! (إِنِّيْ أَسْأَلُكَ) (الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ النَّارِ)

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই অসীলায় যে, সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা, হে মহিমাময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর! আমি তোমার নিকট বেহেশ্ত প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

এক ব্যক্তি তাশাহ্হুদে এ দুআ পাঠ করছিল। তা শুনে নবী (ﷺ) সাহাবাগণকে বললেন, "তোমরা কি জান, ও কী (বাক্য) দিয়ে দুআ করল?" তারা বললেন, 'আল্লাহ এবং তার রসূলই জানেন।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। ও তো আল্লাহর নিকট তার ইসমে আ'যম (বৃহত্তম নাম) দ্বারা প্রার্থনা করেছে।"[১০০]

৭. اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَّأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لِيْ رُشْدًا

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে

---

[১০০] আবূদাঊদ, নাসাঈ

তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট জান্নাত এবং তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি, এবং জাহান্নাম ও তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণ ভিক্ষা করছি যা তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মদ (ﷺ) তোমার নিকট চেয়েছিলেন। আর সেই অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা থেকে তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মদ (ﷺ) তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যে বিষয় আমার উপর মীমাংসা করেছ তার পরিণাম যাতে মঙ্গলময় হয় তা আমি তোমার নিকট কামনা করছি।[১০১]

৮. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেউ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।[১০২]

মুসল্লীগণ শেষের দু'আটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অথচ প্রথম দু'আটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রথম দু'আতে বর্ণিত চার বিষয় থেকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পানাহ চাওয়ার ব্যাপারে রসূল (ﷺ) থেকে নির্দেশ এসেছে।

সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য দু'আ

সালাম ফিরানোর (পর) সাথে সাথে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে বা একাকী দু'আ করা বিভিন্ন মাসজিদে চোখে পড়লেও সুন্নাতে রসূল (ﷺ) থেকে এরূপ কিছুই পাওয়া যায়না।[১০৩]

---

[১০১] বুখারী (আল-আদাবুল মুফরাদ), সহীহ মুসলিম

[১০২] বুখারী, মুসলিম

[১০৩] সলাত শেষে হাত তুলে মোনাজাত করা রসূল (ﷺ) এর সুন্নাত থেকে সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বা সময়ে একাকী হাত তুলে দু'য়া করার বিষয়টি সরাসরি রসূল (ﷺ) থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আব্দুর রাজ্জাক বিন উইসুফের 'আইনে রসূল দু'আ অধ্যায়' বইটি পড়ুন।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন ব্যক্তি মাসজিদের জামা'আতে সলাত আদায় করলে তা তার বাড়ীতে বা বাজারে সলাত আদায় করার চেয়ে বিশগুণেরও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ কোন লোক যখন সলাতের জন্য ওযূ করে এবং ভালভাবে ওযূ করে মাসজিদে আসে, তাকে সলাত ছাড়া আর কিছুই মাসজিদে আনে না; আর সে সলাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য পোষণ করে না। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে সে যখনই পদক্ষেপ করে তখন থেকে মাসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার প্রতিটি নেকীর বদলে ওই ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, একটি করে পাপ মিটিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে সলাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ যেন সে সলাতরত থকে। আর তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করার পর সলাতের স্থানেই বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকারা (ফেরেশতারা) তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবাহ ক্বূল কর। এরূপ দু'আ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকে যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় এবং ওযূ নষ্ট না করে।[১০৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত সলাতের স্থানে বসে সলাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সলাতরত থাকে। আর মালাইকারা ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ ! তুমি তাকে রহম করো। (আর মালাইকারা) ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ সে সেখান থেকে উঠে চলে না যায় কিংবা যতক্ষণ ওযূ নষ্ট না করে। হাদীস বর্ণনাকারী রাফি' বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম 'হাদাস বা ওযূ নষ্ট করা কাকে বলে। তিনি বললেন: নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু নিঃসরণ করা।[১০৫]

মুখে আরবীতে উচ্চারণ এবং অন্তরে বাংলা ভাবাবেগ রেখে নিম্নবর্ণিত দু'আ থেকে যথাসম্ভব পাঠ করুন। এ সময় আপনার জন্য ফিরিস্তাদের দু'আ করার বিষয়টি স্মরণ করে অধিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

---

[১০৪] সহীহ মুসলিম

[১০৫] সহীহ মুসলিম

১। أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللهُ أَكبر,

অর্থ: আল্লাহ সবচাইতে বড়। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

২। اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব![১০৬]

৩। لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।[১০৭]

৪. اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় কারার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন।[১০৮]

৫. اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা এবং কৃপণতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো বার্ধক্যের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুনইয়ার ফিতনা ফাসাদ এবং কবরের আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১০৯]

---

[১০৬] মুসলিম ১/৪১৪

[১০৭] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম , মিশকাতুল মাসাবীহ ৯৬২ নং

[১০৮] আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ

[১০৯] বুখারী, মিশকাত– ৮৮ পৃষ্ঠা।

৬. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ: আমি আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্ত্বার সন্তুষ্টির সমতুল্য এবং তাঁর আরশের ওযন ও কালেমাসমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ।[১১০]

৭. رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

অর্থ: আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহর উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নাবী হিসাবে।[১১১]

৮. سُبْحَانَ اللهِ- الْحَمْدُ لِلّٰهِ – اللهُ أَكْبَرُ - لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার) । আলহামদুলিল্লা-হি (৩৩ বার)। আল্লাহু আকবার (৩৩ বার)।

অর্থঃ- পবিত্রতম আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ সবচাইতে বড়। আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

৯. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

আমরা আল্লাহ্র প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান আল্লাহ্ (যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে) অতি পবিত্র। এ দু'আ পাঠের ফলে সকল গুনাহ ঝরে যাবে- যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়। এ দু'আ মীযানের পাল্লায় ভারী হয়।[১১২]

১০. ﴿ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥)﴾

---

[১১০] সহীহ মুসলিম

[১১১] আহমাদ, তিরমিযী

[১১২] সহীহুল বুখারী, মুসলিম

রসূল (ﷺ) বলেন, প্রত্যেক ফরয সলাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত।[১১৩]

বিঃ দ্রঃ প্রিয় পাঠক! সলাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল দু'আ তুলে ধরা হয়েছে তার শব্দার্থ অনুবাদ এমনভাবে আয়ত্ব করে নিবেন যাতে মুখে স্পষ্ট আরবী উচ্চারণ হলেও হৃদয় থেকে পূর্ণ আবেগে বাংলায় বেরিয়ে আসে।

যে ভাবনায় হৃদয় গলে

আযান থেকে শুরু করে সালাম ফিরানোর পর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ভাববার মত অনেক কিছুই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ পর্যায়ে আরো কিছু সত্য তথ্য তুলে ধরছি যার মুখোমুখী হতে হবে প্রত্যেককেই সুনিশ্চিৎভাবে। আশা করা যায় এগুলো সলাতের মধ্যে বা অন্য কোন সময় ভাবলে হৃদয় গলবে, নয়নে আসবে অশ্রু।

বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূল ﷺ-এর সাথে জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে বের হলাম। তখনও কবরের খনন কাজ শেষ হয়নি। রসূল (ﷺ) কিবলামুখী হযে বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারপাশে বসে গেলাম। তাঁর হাতে ছিল একটি কাঠি। তা দিয়ে তিনি মাটিতে খুঁচাতে ছিলেন এবং একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর একবার যমিনের দিকে মাথা অবনত করছিলেন। তিনবার তিনি দৃষ্টি উঁচু করলেন এবং নীচু করলেন। অতঃপর বললেন: "তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও"। কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি এ দু'আ করলেন:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।"

তারপর তিনি বললেন: মু'মিন বান্দার নিকট যখন দুনইয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের প্রথম দিন উপস্থিত হয় তখন আকাশ থেকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের পোষাক এবং জান্নাতের সুঘ্রাণ। মু'মিন ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি

---

[১১৩] নাসাঈ

যতদূর যায় তারা ততদূরে বসে থাকেন। এমন সময় মালাকুল মাঊত উপস্থিত হন এবং তার মাথার পাশে বসে বলতে থাকেন: হে পবিত্র আত্মা! তুমি আপন প্রভুর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আস। একথা শুনার পর মু'মিন ব্যক্তির রূহ্ অতি সহজেই বের হয়ে আসে। যেমনভাবে কলসীর মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে। রূহ বের হওয়ার সাথে সাথে ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতী পোষাক পরিয়ে দেন এবং জান্নাতী সুঘ্রাণে তাকে সুরভিত করেন। তার দেহ থেকে এমন সুঘ্রাণ বের হতে থাকে যার চেয়ে উত্তম সুঘ্রাণ আর হতে পারেনা। তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন: এটা কার পবিত্র আত্মা? উত্তরে অতি উত্তম নাম উচ্চারণ করে বলা হয় অমুকের পুত্র অমুকের । আকাশে পৌঁছে গিয়ে দরজা খুলতে বলা হলে তা খুলে দেয়া হয়। তার সাথে প্রথম আকাশের ফেরেশতাগণ দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত গমণ করেন। এভাবেই এক এক করে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দার নামটি ইল্লিয়ীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দাও। অতঃপর তাকে নিয়ে যমিনে ফিরে যাও। কেননা, আমি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং সেখান থেকেই তাকে পুনরায় জীবিত করব।

তখন কবরে তার আত্মা ফেরত দেয়া হয়। ওখানে দু'জন ফেরেশতা আগমণ করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন: তোমার প্রতিপালক কে? তিনি উত্তরে বলেন: আমার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। আবার জিজ্ঞেস করেন: দুনইয়াতে তোমার দ্বীন কী ছিল? তিনি উত্তর দেন: আমার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। পুনরায় তাকে প্রশ্ন করেন: তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? জবাবে তিনি বলেন: তিনি হলেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ। তখন আকাশ থেকে মহান আল্লাহ ঘোষণা করতে থাকেন: আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্যে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্যে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও, যেন সে জান্নাতের বাতাস ও সুঘ্রাণ পেতে পারে। তার কবরটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। একজন সুন্দর আকৃতি ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক উত্তম পোষাক পরিহিত হয়ে এবং সুঘ্রাণে সুরভিত অবস্থায় তার কাছ আগমণ করেন এবং বলেন: তুমি খুশী হয়ে যাও। তোমার সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা আজ পূর্ণ করা হবে। মু'মিন ব্যক্তি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন: আপনি কে? তিনি বলেন, আমি তোমার সৎ আমল। তখন মু'মিন ব্যক্তি বলেন: হে আল্লাহ! আপনি এখনই কিয়ামাত সংঘটিত করুন। আমি আমার পরিবারের সাথে মিলিত

হবো। তখন তাকে বলা হয় তুমি এখানে আরামে ও স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে থাক। তোমার কোন চিন্তা ও ভয় নেই।

অপরপক্ষে কাফের ব্যক্তির যখন দুনইয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় হয় তখন কালো বর্ণের একদল ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তথায় তারা বসে থাকেন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাকে বলেন: ওহে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে। কাফের বা পাপীর আত্মা তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন যেমন ভাবে লোহার পেরেককে ভিজা পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ বের হওয়ার সময় শরীরের রগসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার উপর আকাশ ও যমিনের মধ্যকার সকল ফেরেশতা লা'নত করতে থাকেন। আকাশের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক দরজার ফেরেশতাগণ আল্লাহর কাছে দু'আ করেন যাতে ঐ ব্যক্তির রূহ তাদের দরজা দিয়ে না উঠানো হয়। তার রূহকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখা হয় তা থেকে মরা-পচা মৃত দেহের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে উঠাতে থাকেন। যেখান দিয়েই গমণ করেন সেখানের ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন: এই অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশতাগণ অতি মন্দ নাম উচ্চারণ করে বলতে থাকেন: অমুকের পুত্র অমুকের। আকাশে পৌঁছে তার জন্যে আকাশের দরজা খুলতে বলা হলে আকাশের দরজা খোলা হয় না।

অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন:

﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

অর্থ: তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট পবেশ করে"। (সূরাহ আল-আ'রাফ: ৭/৪০)

তারপর বলা হয় সাত যমিনের নীচে সিজ্জীনে তার নাম লিখে দাও এবং তার রূহ যমিনের যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে ফেরত দাও। কেননা, আমি যমিন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, যমিনেই ফিরিয়ে দিব এবং ক্বিয়ামতের দিন যমিন থেকেই আবার বের করবো। তারপর তার রূহকে যমিনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর কাফিরদের দেহ যেখানে দাফন করা হয়েছে রূহটি সেখানে গিয়ে পতিত হয়।[১১৪]

---

[১১৪] আল-হাদীস

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একদা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে ছিলাম। তখন তিনি হাসলেন। অতঃপর বললেন: তোমরা কি জান আমি কিসের কারণে হাসছি? আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলনে: আমরা বললাম: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাল জানেন। তিনি বললেন: আল্লাহর সামনে বান্দার কথোপকথন শুনে আমি হাসছি। সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জুলুম থেকে পরিত্রাণ দিবেন না? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ বলবেন: হ্যাঁ অবশ্যই। তখন সে বলবে আমার বিরুদ্ধে আমার নিজের ভিতর থেকে কোন সাক্ষী ছাড়া অন্য কারও সাক্ষ্য গ্রহল করবোনা। তিনি বলেন: তখন আল্লাহ্ বলবেন: আজকের দিনে তোমার বিরুদ্ধে তোমার নফস এবং সম্মানিত লেখকগণই (ফেরেশতা) সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। অতঃপর তার মুখে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গসমূহকে কথা বলার আদেশ দেয়া হবে, তখন তার অঙ্গসমূহ তার কৃতকর্ম সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: অতঃপর তাকে তার অঙ্গের সাথে কথা বলার জন্যে ছেড়ে দেয়া হবে। এক পর্যায়ে সে বলবে ধ্বংস হও তোমরা; আফসোস তোমাদের জন্যে! দুনইয়াতে তোমাদের জন্যই তো আমি এত পরিশ্রম করতাম"।[১১৫]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করলেন: তোমরা জান কি কোন্ লোক নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন, আমাদের মাঝে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই সেই গরীব। তিনি বললেন: আমার উম্মাতের মাঝে সেই লোক সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব হবে, ক্বিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তি সলাত-সিয়াম-যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদাতসহ উপস্থিত হবে। কিন্তু কাউকে সে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা

[১১৫] সহীহ মুসলিম

অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (এসব গুনাহ্ও সে সাথে করে নিয়ে আসবে)। তার সৎ 'আমালগুলো এদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। উল্লিখিত দাবিসমূহ পূরণ করার আগেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহ্সমূহ তার ঘাড়ে চাপান হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১১৬]

সামুরা বিন জুন্দুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বপ্নের দীর্ঘ হাদীসে এসেছে,

فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُوْ رَجَاءٍ فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى

অর্থ: "অতঃপর আমরা এমন এক লোকের কাছে উপস্থিত হলাম যাকে চিৎ করে শায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। আর একজন লোক লোহার বড়শী হাতে নিয়ে তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির মুখের একদিকে লৌহাস্ত্র (চাকু) প্রবেশ করিয়ে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে এরূপ করা হচ্ছে, চোখের ভিতর প্রবেশ করিয়েও অনুরূপ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিক চিরে শেষ করার সাথে সাথে প্রথম দিক আগের মত হয়ে যাচ্ছে। আবার প্রথম দিক নতুন করে চিরা হচ্ছে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলেন: কী অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, এ হলো এমন লোক যে সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা বথা বলতে শুরু করতো এবং সে মিথ্যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত।[১১৭]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ

---

[১১৬] মুসলিম

[১১৭] সহীহ মুসলিম

اللهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পছন্দ করে না, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। তখন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অথবা তাঁর অন্য কোন স্ত্রী বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে পছন্দ করি না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ব্যাপারটা এমন নয়। আসলে, যখন মু'মিনের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তার সম্মানিত হবার খোশ খবর শোনানো হয়। তখন তার সামনের খোশ খবর চেয়ে তার নিকট অধিক পছন্দনীয় কিছু হতে পারে না। কাজেই সে তখন আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করাকেই ভালবাসে, আর আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর কাফিরের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র 'আযাব ও গজবের সংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে তার কাছে অধিক অপছন্দনীয় আর কিছুই থাকে না। সুতরাং সে তখন আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আর আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। [১১৮]

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যখন জানাযা (খাটিয়ায়) রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে পুণ্যবান হলে তখন বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে দাও। আর পুণ্যবান না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসোস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ জাতি

[১১৮] সহীহুল বুখারী

ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্যই অজ্ঞান হয়ে যেত।[১১৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্ তোমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি।[১২০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ فَيَقُولَانِ لَهُ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ

---

[১১৯] সহীহুল বুখারী

[১২০] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কাল বর্ণের ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপরজনকে বলা হয় নাকির। তারা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ইশারা করে বলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি দুনইয়াতে কী বলতে? মৃত ব্যক্তি মু'মিন হলে বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তখন তারা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম আপনি এ কথাই বলবেন। অতঃপর তার কবরকে দৈর্ঘে-প্রস্থে ৭০ (সত্তর) হাত করে দেয়া হয়। তারপর তাকে বলা হয় ঘুমাতে থাক যার ঘুম তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ ভাঙাতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে এ শয্যাস্থান হতে না উঠাবেন, ততদিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকবে। যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলে, লোকে তার সম্পর্কে যা বলত আমিও তাই বলতাম। আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। তারপর জমিনকে বলা হয় তোমরা এর উপর মিলে যাও। সুতরাং জমিন তার উপর এমনভাবে মিলে যায় যাতে তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হতে উঠাবেন।[১২১]

عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত: তিনি যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি জাহান্নামের এবং জান্নাতের কথা স্মরণ করেন তখন কাঁদেন না, কিন্তু কবর দেখলেই কাঁদেন, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পরকালের বিপদজনক স্থানসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরের সব

---

[১২১] তিরমিযী

স্থানগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে তাহলে পরের সব স্থানগুলো আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নাবী কারীম (ﷺ) এও বলেছেন যে, আমি এমন কোন জঘণ্য ও ভয়াবহ স্থান দেখিনি যা কবরের চেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ হতে পারে।[১২২]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ

আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, সা'দ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে রসূল (ﷺ) বলেন, সা'দ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল, যার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল। অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়েছিল।[১২৩]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجِبُهُ يَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

'আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার রব্ব অতি সত্বর কথা বলবেন। তার ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোন তর্জমাকারী থাকবে না এবং এমন কোন আড় পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড় করে রাখবে। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার আগের 'আমাল ব্যতীত সে আর কিছু দেখবে না। আবার তাকাবে বাম দিকে, তখনো আগের 'আমাল ব্যতীত আর কিছু সে দেখবে না। আর সামনে তাকাবে তখন সে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর, বা খেজুরের ছাল পরিমাণ দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁ চার চেষ্টা কর।[১২৪]

---

[১২২] তিরমিযী

[১২৩] নাসাঈ

[১২৪] বুখারী, মুসলিম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) أخرجه صَحِيح الترمذي

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ বলেন: আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কখনও কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান কখনও শোনেনি এবং কোনো অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি। তোমরা ইচ্ছে করলে তিলাওয়াত করতে পার: 'তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে কোনো মানুষেরই তা জানা নেই, (তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ)। জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় এক সওয়ারী একশ' বছর পথ চলেও শেষ করতে পারবে না। তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার: '(আর সম্প্রসারিত ছায়া)। জান্নাতের 'একটি লাঠির পরিমাণ স্থান' পৃথিবী এবং যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে তার চেয়েও উত্তম'। তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পার: 'যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম, এবং পার্থিব জীবন ভোগবিলাসের ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়'।[১২৫]

আনাস বলেন, রসূল বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার আছে। প্রত্যেক জুমু'আর দিন জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হবে। তখন উত্তর দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সে বাতাস তাদের মুখে ও পোশাকে সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে। ফলে তাদের রূপ আরও বেশি সুন্দর হয়ে যাবে। অতঃপর তারা যখন বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য নিয়ে নিজের স্ত্রীদের কাছে যাবে তখন স্ত্রীগণ তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! আপনারা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

---

[১২৫] তিরমিযী

ফেলেছেন। এর উত্তরে তারা বলবে আল্লাহর কসম! আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।[১২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَاتَبَاغَضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لَا يَسْقَمُوْنَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ آنيتهم الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَوُقُوْدُ مَجَامِرِهِمْ الْأَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা ১৫ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর রূপ ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা হবে আকাশের তারকার ন্যায় ঝকঝকে। জান্নাতীদের সকলের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় হবে। তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকবে না এবং হিংসা বিদ্বেষও থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ হুরদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। বেশি সুন্দরী হওয়ার দরুন তাদের হাড় ও গোশতের উপর হতে নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। তারা কখনও অসুস্থ হবে না। তাদের পেশাব হবে না। তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তারা থুথু ফেলবে না। তাদের নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হবে না। তাদের ব্যবহারিক পাত্রসমূহ হবে সোনা-রূপার। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের এবং তাদের সুগন্ধির জ্বালানি হবে আগরের। তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তরীর মত সুগন্ধময়। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়। শারীরিক গঠন হবে তাদের পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর মত, উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা হবে।[১২৭]

---

[১২৬] মুসলিম

[১২৭] বুখারী, মুসলিম

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجِمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতী মু'মিনদেরকে এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, একশত পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে।[১২৮]

হাদীসগুলো বার বার পাঠ করে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো মনে মনে নোট করুন এবং সলাতের সময় ভাবনার খোরাক বানান।

প্রিয় পাঠক! অনিশ্চিত ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্ন বুকে নিয়ে কত নাটকইতো সাজিয়ে থাকেন মনে মনে। এবার সুনিশ্চিত ঘটবে এমন বিষয় নিয়ে নাটক তৈরী করুন। অভিনয়ের জন্য আপনার সাথে নির্বাচিত করুন আপনার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশি এবং বন্ধু-বান্ধব কে। আপনি মহল্লার মাসজিদের ইমাম সাহেবের কণ্ঠে কত মানুষেরই না মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন। আজ নিজের কানে নিজেরই মৃত্যু সংবাদ শুনুন ইমাম সাহেবের ঘোষণা থেকে। আপনিতো মরে গেছেন। আপনাকে শুয়িয়ে রাখা হয়েছে আপনারই ঘরে, যার প্রতিটি আসবাবপত্র আর খুঁটি সম্পর্কে আপনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত। আপনাকে ঢেকে রাখা হয়েছে আপাদমস্ত ক, মাথার কাছে বসা পাশের বাড়ির জরিনার মা নতুন করে কেউ ঘরে আসলে তাকে আপনার মুখখানি একবার দেখাচ্ছে। সে প্রথমে কিছুক্ষণ কাঁদলেও এখন আর কাঁদছে না। মুখটা একটু ভার হলেও স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছে। দেখুন না আপনার নয় বছরের ভাতিজি নতুন করে আগর বাতি জ্বালানোর জন্য দিয়াশলাইএর কাঠি বের করছে অথচ আপনি এর গন্ধ একদম সহ্য করতে পারতেন না। ঘরে বাইরে কত মানুষের ভীড়; একেকজন একেক রকম কথা বলছে। দক্ষিণ পাড়ার মোতালেব এবং আমজাদ আলী আপনাকে দেখতে এসেছিল। তারা যাওয়ার পথে যে যার মত বিভিন্ন স্মৃতিচারণে আফসোস করছে। মোতালেবতো বার বার একই কথা বলছে, "ইস! গতকালও ওর সাথে দেখা, ও এরূপ এরূপ কথা বলল, হায়রে জীবন! কিন্তু আপনি কি খেয়াল করেছেন তারা কেউই আপনার জন্য একটু চোখের পানি ফেলতে সক্ষম হয়নি। এইতো বাড়িতে পৌঁছাল আপনার কলেজ পড়ুয়া ছোট ভাই জহির যাকে নিয়ে আপনার স্বপ্ন আর

[১২৮] তিরমিযী

গর্বের অন্ত ছিল না। আচ্ছা তার হৃদয় বিদারক চিৎকারে আপনি নিজের জন্য কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন কি? কোন আশার সঞ্চার হচ্ছে? হ্যাঁ, কণ্ঠ শুনে আপনি ঠিকই ধরেছেন। সেতো আপনারই বোন লতিফা সিএন জি থেকে নেমেই তার কান্নার আওয়াজ আরো উঁচু হয়ে গেছে। জমির চাচা কী বলেছেন তা শোনেছেন নিশ্চয়। কবর খুঁড়া শেষ, বাঁশ কাটাও হয়েছে। পাশের ঘরের হালকা শোরগোল শোনেই হয়ত বুঝতে পারছেন কে কে আপনার জন্য কাফনের কাপড় কাটছে। এই মাত্র আবু হানিফ আর জামিলকে পাঠানো হলো খাটিয়া আনার জন্য। হ্যাঁ, ঐ খাটিয়াটিই যেটি আপনি মাসজিদে প্রবেশের সময় জীবনে অনেক বার দেখেছেন। একবার তো ছফদার আলী চাচার জন্য আপনি নিজেও সেটি বহন করেছিলেন, তার রং ও ডিজাইন ও আপনার অজানা নয়। আপনি কি লক্ষ্য করেননি বরই পাতা গরম পানির জন্য কিতাব আলীর জরুরী তাগাদা। আপনাকে নিয়ে তাদের তাড়াহুড়া কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেছে। যারা আপনাকে গোসল দিচ্ছে তাদেরকে একটু দেখুন না। তারা তো আপনার খুবই কাছের লোক। তাদের নীরবতা কি আপনাকে ভাবিয়ে তুলছে না। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে আপনাকে খাটে তোলা হয়ে গেছে। এক্ষনি খাটটি কাঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে কবর স্থানের দিকে, জানাজা আর দাফন করার জন্য। বুক ফাটা চিৎকার আর গগণবিদারী আহাজারিতে আবার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গেছে। আরে! খাটটি তো কাঁধে উঠিয়েই নেয়া হলো। একটু চেয়ে দেখুন না, কে কে কাঁধে নিয়েছে আপনার অনেক সাধের সেই দেহটি। এরা সবাই আপনার ঘরের আর প্রতিবেশির লোক। আপনার মাথার কাছে আপনার দুলাভাই কে লক্ষ্য করুন, দেখুন সে কী তাজীমের সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আপনার ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন, সম্মান সবইতো পেছনে থেকে যাচ্ছে, কিছুই আপনার সঙ্গে যাচ্ছে না। আপনাকে মন্থর গতিতে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন আপনি কী বলবেন? আপনি কি দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে বলবেন, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? নাকি আপনাকে নিয়ে দ্রুত সামনে যেতে তাদেরকে তাগাদা দিবেন? এটি কিন্তু খুবই জটিল ভাবনার বিষয়। পৃথিবীতে কি এমন কোন অপরাধ আছে যে অপরাধের কারণে অপরাধী একা হয়ে যায়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, যেনা ব্যাভিচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি যত জঘন্য অপরাধই করুক না কেন, তাতে অপরাধী একা নিঃস্ব হয়ে যায় না। কোন বিপদ তাকে একা মোকাবিলা করতে হয় না। পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, উকিল-

ব্যারিস্টার, নেতা-নেত্রী কত ধরনের লোকইনা রক্ত সম্পর্ক, টাকা বা ক্ষমতার জন্য অপরাধীর পাশে এসে দাঁড়াবে। এমন কি স্বয়ং পুলিশ ও পাহারাদারও রক্ষক হয়ে যায় অপরাধীদের। আজ আপনাকে এই অন্ধকার ঘরে একা রেখে যাওয়া হবে। আপনি কি এর ভয়াবহতা সম্পর্কে একটু আন্দাজ করবেন না? এখানে সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলা করার জন্য আপনার নিজ যোগ্যতা (নেক আমল) ছাড়া অন্য কোন শক্তি কি এই অন্ধকার কবরে আদৌ পৌঁছতে সক্ষম? প্রিয় মুসল্লী! আপনি কি সলাতের সময় সেই দিনটির কথা একবারও স্মরণ করবেন না যেদিন সকল রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আপন হয়ে যাবে পর। অর্থ-সম্পদ, বাহু শক্তি আসবে না কোন কাজে, চলবে না কোন বাহাদুরী।

নাবী (ﷺ) বলেন, তুমি সলাতে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কারণ মানুষ যখন তার সলাতে মৃত্যুকে স্মরণ করে তখন যথার্থই সে তার সলাতকে সুন্দর করে।[১২৯]

সলাত যেন ঢাল হয়ে যায়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ নিশ্চয় সলাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে (আনকাবুত:৪৫) মাশহুর কোন তাফসীর গ্রন্থ থেকে এ আয়াত এর তাফসীর সংকলন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এখানে মূলত পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য একটি সহায়ক কৌশল বর্ননা করব এবং কোন অবস্থায় আপনি আয়াতটি কিরূপে স্মরণ করবেন তা তুলে ধরার চেষ্টা করব। তার আগে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে যাই যাতে সময় মত তা কাজে লাগানো যায়।

উদাহরণ-১: নাজমুল হাসান জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু করেছেন চলতি সপ্তাহে। এরই মাঝে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অথচ সে কিছুদিন আগেই কলেজের কিংবা কোন অ্যাডমিশন কোচিং এর ছাত্র ছিল। তার কলেজ বা কোচিং জীবন এর সর্বশেষ দিকের চাল-চলন,কথা বার্তা, পোশাক পরিচ্ছদ ভার্সিটি লাইফের ১ম দিনের সাথে আর মিলছে না। কারণ কী? সে কি মাঝের এই সময়টুকুতে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট থেকে এই পরিবর্তনের জ্ঞান অর্জন করেছে? বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়। এর মূল কারণ হলো তার চিন্তায় নতুন একটা জ্ঞান সংযুক্ত হয়েছে। তাহলো এই "আমি এখন ভার্সিটিতে পড়ি" এখন

---

[১২৯] সহীহুল জামি

আর আগের মত চলা যাবে না, মন-মানসিকতা বড় করতে হবে, এভাবে চলতে হবে, নিজেকে এই ভাবতে হবে ইত্যাদি।

উদাহরণ-২: মার্জিয়া মাহমুদার বিয়ে হয়েছে আজ দু'দিন হলো কিন্তু এখন যেন সে আর আগের মার্জি নেই। একদিনেই সে করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে এক বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার নিজের মধ্যে সমাবেশ ঘটিয়েছে। বিয়ের পূর্বে যে ভুলের পেছনে, না পরার পেছনে গ্রহণীয় অজুহাত ছিল আজ সেই ভুলের ব্যাপারে সে শতভাগ সজাগ। তার দায়িত্ব জ্ঞান, কোন কাজের বা কথার আগা-গোড়া পরিণতির চিন্তা-শক্তি. ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যেন বৃষ্টির পর বীজ অংকুরিত হওয়ার চেয়েও দ্রুত গজিয়েছে। তা হলে কি বিয়ের মধ্যে এমন কোন যাদু আছে যে সে বিয়ের খুৎবা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সে এসব জ্ঞান অর্জন করে ফেলল? নিশ্চয় নেই। আসল ব্যাপার হলো এই মেয়ের চিন্তায় পরিবর্তন এসেছে; তাই সে নিজেকে এভাবে রাতা-রাতি বদলাতে পেরেছে। সে বুঝে নিয়েছে যে, আমার এখন বড় পরিচয় হলো "আমি এখন কারো বিবাহিতা স্ত্রী"। আমার পিতার ঘরে যেভাবে থেকেছি এখানে সেভাবে থাকা যাবে না। আমাকে এখন এভাবে চলতে হবে, এভাবে চলা যাবে না। কারণ আমি এখন নতুন বৌ।

উদাহরণ-৩: আব্দুল গনী প্রিন্সিপ্যাল পদে পদোন্নতি পেয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন। আগে যে মুডে কথা বলেছেন, চলাফেরা করেছেন এখন তাতে আর চলে না। তাই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পূর্বের অনেক স্বভাব ত্যাগ করতে হয়েছে, গ্রহণ করতে হয়েছে নতুন কোন ন্যাচার; কারণ প্রিন্সিপ্যাল বলে কথা। উপর্যুক্ত উদাহরণের দ্বারা আমি একথাই স্পষ্ট করতে চেয়েছি যে বাহ্যিক পরিবর্তনের আগে চিন্তায় পরিবর্তন আনতে হবে।

চিন্তায় যখন পরিবর্তন আসবে তখন অনেক কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেকে বদলানো সহজ হয়ে যাবে।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। অর্থাৎ কিভাবে নিজেকে সলাতের মাধ্যমে অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে দূরে রাখা যায়।

অশ্লীল, পাপ বা অন্যায় কাজে মানুষ প্রধানত দু'ভাবে জড়িয়ে থাকে। যথাঃ

(১) পরিকল্পিত: স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষ অশ্লীল ও মন্দ কাজ করে থাকে। এখানের পরিকল্পনা বলতে আনুষ্ঠানিক বা লিখিত কোন পরিকল্পনাকে বোঝানো হয়নি। বরং এই পরিকল্পনা হলো

কোন পাপ কাজের জন্য মনে মনে নিয়ত করা এবং অন্তরে তা লালন-পালন করা।

এ থেকে মুক্তির জন্য; আপনি যখন সলাতের যাবতীয় আহকাম-আরকান যথাযথ পালন করে অন্তরের পরিশুদ্ধতা নিয়ে সলাতে দাঁড়িয়ে গেছেন,আল্লহর সাথে নিরিবিলিতে কথোপকথন করছেন তখন কোন এক পর্যায়ে হঠাৎ করে, আপনার পরিকল্পনা আছে এমন কোন অশ্লীল বা অন্যায় কাজের কথা স্মরণ করুন। আপনি যেহেতু এখন মহান রব্ব এর অতি নিকটে এক ভিন্ন রকম পরিবেশে বিরাজ করছেন তাই উক্ত পাপ কাজটির প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ এবং এহেন চিন্তার জন্য অনুশোচনা আসা স্বাভাবিক। এমতবস্থায় আপনার নিয়তে রাখা অন্যায় কাজটি না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন। কাজটি আপনি নিশ্চিত ছেড়ে দিয়েছেন ভেবে হালকাবোধ করুন।

(২) অপরিকল্পিত: অন্যায় অশ্লীল, পাপ কাজের মুখোমুখি হয়ে পাপকে তুচ্ছ মনে করে বা প্রকৃত পাপ মনে করেই শয়তানের প্ররোচনায় হঠাৎ করে মানুষ নিজেকে পাপে জড়িয়ে ফেলে। প্রকৃত কথা হলো কোন অশ্লীল বা পাপ কাজ যত তাড়াতাড়ি আর হঠাৎ করেই করা হোক না কেন, তা করার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আপনি ভাবুন, এ অন্যায় কাজটি করে আপনি কোন্ মুখে একটু পরে সলাত নিয়ে আল্লহর সামনে দাঁড়াবেন। আল্লাহ তা'আলাকে প্রচন্ড লজ্জাবোধ করার চেষ্টা করুন। দুনইয়াতে আপনি অপর কোন মানুষের খাতিরে/ভয়ে/সম্মানে কত কাজই না ছেড়ে থাকেন। এ ভাবনায় আপনি কত কিছুই না ত্যাগ করেছেন যে, এটি করলে আপনি ওমুক কে কিভাবে মুখ দেখাবেন। এতএব আল্লাহ তা'আলা আপনার সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন এই বিশ্বাস থাকলেও আপনি সলাতকে বিশেষভাবে চিন্তা করুন। সে সময় আপনি কিভাবে কৈফিয়ত দিবেন তা ভাবুন।

মনকে আরো বিগলিত করার জন্য জমিনের দিকে তাকান এবং নিম্নের হাদীসের মর্মবাণী স্মরণ করুন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ عَمِلَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا

আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা এ আয়াতটি يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا তিলাওয়াত করলেন, তারপর বললেন, তোমরা কি জান পৃথিবী সেদিন কী বিবরণ দিবে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই ভাল জানেন। নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, প্রত্যেক দাস-দাসী পৃথিবীর উপর যে সব কথা ও কর্ম ঘটিয়েছে পৃথিবী সেদিন তার সাক্ষ্য পেশ করবে। পৃথিবী বলবে অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে এ কর্ম ঘটিয়েছে। এটাই হচ্ছে তার বিবরণ।[১৩০]

সকল প্রকার অন্যায়-অশ্লীল পাপ কাজের ব্যাপারে চিন্তায় পরিবর্তন আনুন। বর্ণিত উদাহরণ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন। আপনি বিবেক দ্বারা সজ্ঞানে চিন্তা করুন। আল্লাহ তা'য়ালাতো বলেছেন নিশ্চয় সলাত সকল প্রকার অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বান্দাকে বিরত রাখে। এটা তো সত্য বাস্তব কথা, আল্লাহর বাণী। আর আমি তো সলাত আদায় করী; অতএব আমি কিরূপে এমন চিন্তা বা পাপ কাজ করতে পারি। আমার দ্বারা তো এটি মানায় না। এ কাজটি আমার দ্বারা করা অস্বাভাবিক এবং ত্যাগ করাই স্বাভাবিক, কারণ আমি তো সলাত ত্যাগকারী নই। ধরুন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার প্রতি সুধারণা থেকে কেউ মন্তব্য করল, "অমুক ব্যক্তি এ কাজ কিছুতেই করতে পারে না, সে তো এরকম মানুষই নয়।" আর এ কথা যদি আপনার কর্ণগোচর হয় তাহলে আমি বলব উক্ত কাজটি আপনার করার নিয়ত থাকলেও তার মন্তব্যের সম্মানে তা ছেড়ে দেবেন এবং তার এরূপ মন্তব্যে আপনি খুশি হবেন। অতএব চিন্তা করুন, আল্লাহ তা'আলা সলাত এর ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করার পরও আপনি সলাত আদায়কারী হয়ে কিভাবে পাপ কাজ করতে পারেন। বিষয়টিকে কঠিনভাবে নয়, সহজভাবে দেখুন। আফসোসের সাথে নয় তৃপ্তির সাথে পাপ বা অন্যায় কাজটি ছেড়ে দিন। সলাতকে পাপ থেকে রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ মনে করুন।

পাপ কার্য থেকে বেঁচে থাকার আরেকটি কার্যকরী কৌশল হল লোকচক্ষুর ভয় করা। (এখানে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে ভয় করার ভুল ব্যাখ্যা করবেন না। বরং এখানে লজ্জার কথা বলা হয়েছে। আর তা

---

[১৩০] তিরমিযী

ঈমানের অঙ্গ)। অনেক সময় আল্লাহর শাস্তির ভয়ের সাথে লজ্জাকে একত্রিত করতে পারলে পাপ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। কেননা শুধু আল্লাহর ভয়-এ শয়তান এই বলে সহজেই ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহতো রহমান, গফুরুর রহীম; তিনি ক্ষমা করে দিবেন, পরে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে নিব; তিনি তো তাওবাহ কবুলকারী ইত্যাতি। অথচ লোক লজ্জার ভয়ের ক্ষেত্রে শয়তানের এরূপ কোন ধোঁকা সহজে কাজে আসবে না। কারণ আপনার কোন কুকর্মের কথা একবার সমাজে ফাঁস হয়ে গেলে তার চর্চা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে। প্রথম কিছু দিন ঘর থেকে বের হওয়াই কঠিন হবে। এরপর পরিবেশ স্বাভাবিক মনে হলেও কেউ ভুলে যাবে না; বিশেষ মুহূর্তে বা কথা প্রসঙ্গে তা জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে। তাই এহেন কোন অশ্লীল কাজের চিন্তা করার সময় এই নিন্দনীয় পরিণতির কথাও ভাবতে হবে। মানুষের সম্ভাব্য সমালোচনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন কেউ বলেন: দেখেছি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে অথচ কী কুকামটাই না করল; অমুককে ভাল মনে করতাম কিন্তু তার মধ্যে যে এরকম শয়তানী আছে তাতো জানতাম না ইত্যাদি।

আর যে সকল কাবীরা গুনাহকে মানুষ সাধারণভাবে মেনে নিয়েছে সেক্ষেত্রেও আপনাকে কমে ছাড়বে না। তাই মিথ্যা বলা, গিবত করা, পিতামাতার অবাধ্যতা, চুরি, ঘুষ অসাধুতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপনাকে সলাত ত্যাগকারীদের চেয়ে আলাদা সতর্ক হতে হবে। কেননা আপনার ভুলের কারণে মানুষ সলাতকে কলংকিত করতে ছাড়বে না। তারা বলবে, নামাজ পড়ে কী হবে, অমুককে দেখ না নামাজ পড়ে আবার ঘুষও খায়। মসজিদে পড়ে থাকে আর মাকে ভাত দেয় না, টুপির নিচে শয়তান ইত্যাদি। তাই বলছি সলাতের মর্যাদা বজায় রাখুন। সলাত আদায়কারী হিসেবে এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলুন যা সমাজে পজিটিভ প্রভাব ফেলবে। কোরআনুল কারিম ও সহীহ হাদীস এবং উভয় এর উপর নির্ভর করে রচিত মানসম্মত সাহিত্য অধ্যয়ন, সুন্দর পরিবেশ, ভাল মানুষের সোহবাত ইত্যাদির মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন করে পাপ কাজ ছাড়তে হবে এটাই প্রকৃত দাবি। তারপরও এখানে সংক্ষিপ্ত এবং আধ্যাত্মিক যে কৌশলটি বর্ণনা করা হলো এর সাহায্যে যদি দু'একটি পাপ কাজ থেকেও বেঁচে চলা যায় তাও অনেক বড় পাওয়া।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ

এ পর্যায়ে বইটির মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো কিছু পরামর্শমূলক আলোচনা করছি। এগুলো বুঝতে পারলে আপনি উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

১. সলাতের সময় পোশাকের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিবর্তে সতর্কতা অবলম্বন করুন। যে পোশাকে আপনি আপনার কোন বন্ধু বা মেহমানের সামনে দাঁড়াতেও ইতস্ততঃবোধ করেন, সেই পোশাকে বা তার চেয়ে নিম্নমানের পোশাক পরিধান করে কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'আলার সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন তা ভাবা উচিত। আপনার পোশাক যে খুব দামী হতে হবে বিষয়টি এরকম নয়। বরং তা হবে আপনার সামর্থ্যের মধ্যেই এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আপনার পোশাক ও শরীরের (ঘামের) দুর্গন্ধ থেকে বেখবর হওয়া আদৌ ঠিক হবে না। কারণ আপনার নিকট তা স্বাভাবিক মনে হলেও পাশের মুসল্লীদের বেলায় ঠিক উল্টো হবে। এমতাবস্থায় আপনার পাশের মুসল্লীগণ 'আম মুসল্লী না হয়ে যদি মোটামুটি একাগ্রতার সাথে সলাত আদায়কারীও হন, তারপরও শুধু আপনার কারণেই উক্ত সলাত তাদেরকে একাগ্রতা তো দূরের কথা হয়ত বিরক্তির সাথেই শেষ করতে হবে।

ধরুন আপনি আগামি কাল কোন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন বা কলেজ/মাদরাসায় বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিবে। এজন্য আপনার সামান্য পুরাতন শার্ট/পাঞ্জাবীটিই আয়রন করে ভাঁজ অবস্থায় সুন্দর করে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এরকম পরিপাটি অবস্থায়ই আপনি আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছতে পারবেন না বা অনুষ্ঠান শেষ করতে পারবেন না। বাসা থেকে বের হওয়ার পর রিক্সা/বাসে বসার পরপরই তাতে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক ভাঁজ পড়ে যাবে, দাগও লাগতে পারে। ঘামে কয়েকবার ভিজবে-শোকাবে। তবুও আপনার চলে যাবে। অতএব পোশাকটি পরিধান করে দু'এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করে নিলে কী এমন ক্ষতি হবে? ইশা/ফজর সলাত আদায় করার জন্য যত্নে রাখা আপনার পোশাকটি বের করুন। সাধারণ অবস্থার মত এখনও পোশাকটি পরিধান করে দু'একবার তাকিয়ে দেখে নিন; আয়রন এর ভাঁজ ঠিক মত পড়েছে কিনা, পরিষ্কার হয়েছে তো? শুঁকে নিন পোশাকটির গন্ধ। অন্তরে ভাবনা রাখুন আপনি মহান রব্ব এর ঘরে তাঁর সাক্ষাতে যাচ্ছেন।

পোশাকটিতে আপনাকে ভালই দেখাচ্ছে ভেবে খুশি মনে মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হোন। আশা করা যায় আপনার ভাল লাগবে। এতে

আপনার ভ্রমণ আর পোশাকের কোন ক্ষতিই হবে না। বিভিন্ন ধরনের নগ্ন-ছবি এবং লেখা সম্বলিত পোশাক পরিধান করে কখনোই মাসজিদে যাবেন না। কেননা এতে আপনার পেছনের মুসল্লীর মনোযোগ নষ্ট হবে।

২. ধুমপান, তামাক-জর্দ্দা বা যে কোন নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ফলে অথবা অপরিচ্ছন্নতার কারণে আপনার মুখে সৃষ্ট দুর্গন্ধের ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, এতে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করা হয়, ঐ সকল মালায়িকার কষ্ট হয় যারা সলাতে কিরআত পাঠের সময় আপনার মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে দেয়, সর্বোপরি আশ-পাশের মুসল্লীদের কষ্ট হয় এবং তাদের একাগ্রতা নষ্ট হয়। হালাল খাদ্য পিঁয়াজ/রসুন কাঁচা খাওয়ার জন্য বা মেসওয়াক/ব্রাশ না করার কারণে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হবে তা যখন শুধু সলাতের উদ্দেশ্যেই দূর করার উদ্যোগ নিবেন তখন সলাতের প্রতি আপনার বিশেষ যত্ন ও দায়িত্বশীলতা প্রকাশ পাবে। ফলে প্রফুল্লতার সাথে সলাতে দাঁড়াতে পারবেন। আর নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনে অভ্যস্তদেরকেও বলব, যে কোন মূল্যে দুর্গন্ধ দূর করেই সলাতে দাঁড়াবেন। আর হারাম সেবন ত্যাগ করার ব্যাপারে প্রচলিত সাধারণ ওয়াজই আপনার জন্য যথেষ্ট যদি আপনি অবুঝ না হন।

৩. আপনি যদি পুরুষ হয়ে থাকেন তাহলে অন্তর ও চক্ষুর পর্দার ব্যাপারে আপনাকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। যদি অবিবাহিত হন তাহলে জেনে রাখুন সলাতের একাগ্রতা বা অমনোযোগিতার প্রধান হেতুই হয়ত নারী হবে। নারীদের প্রতি বেপরোয়া দৃষ্টিপাত, নিয়মিত তাদের সাথে উঠা-বসা করা, সাধারণ কথাবার্তা থেকে শুরু করে আবেগপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা কিংবা যৌন সংক্রান্ত কথাবার্তা বললে সলাতে কিভাবে খুশু আসবে তা আমার মাথায় ধরে না। ধরুন আপনি বেগানা কোন মেয়ের সাথে ফোনে কথা বলে পরক্ষণেই সলাতে দাঁড়ালেন, এমতাবস্থায় আপনার অন্তর যদি মৃত না থাকে তা হলে সলাতে তার কথা মনে না আসা অস্বাভাবিক। কখনো দেখা যাবে কোন এক নারীর এক লাইনের একটি কথাও আপনাকে দীর্ঘদিন গোলকধাঁধায় ফেলে রাখবে। মাসজিদের পথে কোন ষোড়শীর প্রতি আপনার ইচ্ছাকৃত একটি দৃষ্টিই সম্পূর্ণ সলাতকে ঘোলা করার জন্য যথেষ্ট। তাই বলছি শুধু নারীদের বেপর্দার ব্যাপারে পর্যালোচনা-সমালোচনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। বরং যত কষ্টই হোক নিজের চোখের পর্দা নিশ্চিত করুন (যতটুকু সম্ভব)। জিহ্বাকে সংযত করুন নারীদের সাথে কথা বলার সময়, অন্তরকে পবিত্র করুন।

কষ্ট হলেও কয়েকদিন চেষ্টা করে দেখুন, আশা করা যায় এর ফলপ্রসূতা অল্প সময়ের মধ্যেই অনুধাবন করতে পারবেন। আর মহিলা পাঠকদের অবগতির জন্য এতটুকু না বলে পারছি না যে, দেহ প্রদর্শন নয় বরং নিজেকে আবৃত করতে অভ্যস্ত হোন। আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি যদি শরীয়াহ মোতাবেক পর্দা করে চলতে পারেন তাহলে আপনার মধ্যে মুসলিম নারী হিসেবে এক আলাদা ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হবে। ফলে অন্য সকল আ'মাল আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং সলাতে পাবেন ভিন্ন এক স্বাদ।

৪. বাহ্যিকভাবে যেখানে আল্লাহর স্পষ্ট নাফরমানী প্রকাশ পায় সেখানে আত্মার শুদ্ধতা নিয়ে আলোকপাত করার সার্থকতা কতটুকু? আপনি সলাতে দাঁড়িয়ে গেছেন অথচ আপনার দাড়ি কামানো, পুরুষ হয়েও মুখমণ্ডলটাকে মহিলা সদৃশ করে নিয়েছেন; আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলিয়ে রেখেছেন অথবা গুটিয়ে রেখেছেন। আপনার নিকট কি এ সংবাদ পৌঁছেনি যে সকল সময়ের জন্যই টাখনুর উপরে পোশাক পরিধান করতে হবে; এদিকে আবার সলাতের সময় পোশাক গুটিয়ে রাখা নিষিদ্ধ। সংযত হোন, পোশাক আর দাড়ির ব্যাপারে ধোঁকায় পড়বেন না।

৫. গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা, প্রেমের উপন্যাস, পর্নো ম্যাগাজিন ইত্যাদির মধ্যে ডুবে থাকা মুসল্লীদের জন্য সলাতে একাগ্রতা আনয়নের কোন কৌশল খুঁজে পাই না এগুলো ত্যাগ করা ব্যতীত।

৬. আপনি এই মুহূর্তে যে সলাত আদায় করছেন সেই সলাতকেই জীবনের সর্বশেষ সলাত মনে করুন যে কোন সময় মরে যেতে পারি, কথাটি মুখে আওড়ানোর গতানুগতিক রেওয়াজ ভুলে যান। অন্তর দিয়ে মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এটাই আমার শেষ সলাত এই আশংকার সাথে আনুসঙ্গিক আরো কিছু হৃদয়ে উদয় করতে হবে। আপনি কি কল্যাণের সাথে বিদায় নিচ্ছেন না অকল্যাণের উপর? আপনার নাম কোথায় লেখা হবে। সিজ্জিন, না ইল্লিনে? আপনার জন্য কী অপেক্ষা করছে, জান্নাত নাকি জাহান্নাম? কত গুনাহ করা হয়েছে যদি তা ক্ষমা না করা হয়? আপনি যে সত্যি এখন মরে যেতে পারেন যদিও সুস্থ-সবল আছেন তার জীবন্ত ভাবনার জন্য ব্রেন বা হার্ট স্ট্রোক করে কিংবা দুর্ঘটনায় মারা গেছে এমন ব্যক্তির কথা স্মরণ করুন।

৭. আপনি বাস্তবে যতই ব্যাস্ত থাকুন না কেন সলাতে দাঁড়ানোর সময় নিজেকে সকল কিছু থেকে অবসর-মুক্ত ভেবে নিন। অনেক সময়

মুসল্লীদেরকে মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতে দেখে বুঝা যায় সে খুবই ব্যস্ত। তার এরূপ ব্যস্ততা প্রদর্শন তার সলাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অথচ সে যদি মাসজিদে প্রবেশ-বের হওয়ার জন্য তার কদমগুলোর মধ্যে একটু ধীরস্থিরতা আনতে পারত তাহলে সলাতে তার গাম্ভীর্য ফুটে উঠত; এজন্য প্রয়োজন হত মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। একইভাবে অনেক মুসল্লী সলাতের মধ্যেও তাড়াহুড়া করে রুকু-সিজদাহ্ ঠিকমত আদায় করে না। অথচ প্রতি দু' রাকা'আত সলাতে যদি অন্ততঃ ১ মিনিট সময় বাড়িয়ে নেওয়া হয় তাহলেও অনেকটা ধীর স্থিরতার সাথে সলাত শেষ করা সম্ভব হবে (কিরআত ও তাসবীহ-তাহলীল একই দৈর্ঘ্যে রেখে)। আপনি কি ভেবে দেখেছেন দৈনন্দিন জীবনে অধিকাংশ সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু কাজে আপনার বরাদ্দকৃত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। কখনো দেখবেন একঘণ্টার একটা কাজের জন্য তিনদিন ঘুরতে হয়েছে, আপনার বন্ধু ৫ মিনিটের কথা বলে গেছে অথচ ৩০ মিনিটেও তার পাত্তা নেই, সবেমাত্র রিক্সা থেকে নামলেন দেখলেন ট্রেনটা ছেড়ে গেল অল্পের জন্য ধরতে পারলেন না, তাড়াহুড়া করে ক্লাসে গেলেন জরুরী ক্লাস ভেবে কিন্তু দেখা গেল স্যারের ২০ মিনিট লেট, বাস ছাড়ে ছাড়ে ভাব দেখে হাতের কাজটা ফেলেই উঠে বসলেন অথচ দেখা গেল প্রায় ১০ মিনিট বাসটি একই ভাব করছে, ষ্টেশন ছাড়েনি; এসব কিছুইতো মেনে নেন। আর যে মহান রব্ব-এর জন্য আমাদের জীবন-মরণ তার জন্য দু'চার-দশ মিনিট সময় তৃপ্তির সাথে ইচ্ছা করে বাড়তি বরাদ্দ করতে কেন এই কৃপণতা? আপনার কিরা'আত সংক্ষিপ্ত হতে পারে, রুকূ-সিজদাহ'তে সবচেয়ে ছোট দো'য়াটি মাত্র তিন বার পাঠ করতে পারেন কিন্তু তাই বলে কি অঙ্গ-সঞ্চালনে, উঠা-বসায় এত তাড়াহুড়া করতে হবে? এতে আপনি কতটুকু সময় বাঁচাবেন আর সেই সময়টুকু দ্বারা কী এমন মহৎ কার্য সম্পাদন করবেন?

আমার ভয় হয়, না জানি আমরা কখন فويل للمصلين এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র হিফাযাতকারী।

৮. আপনি হয়ত সলাতের মধ্যে ভাববেন বাসায় গিয়ে কোন পাঠ্য বইয়ের কোন অধ্যায়টা পড়বেন? এটাতো জটিল চিন্তা, একাগ্রতা বাতাসে হারিয়ে যাবে। আমি বলব আপনি তো সলাত শেষে মাসজিদ হতে আপনার পড়ার টেবিল পর্যন্ত পৌছানোর সময় টুকুতে অন্তত ১০ বার এটি ভেবে নিতে পারবেন তাতে মাসজিদ যতই কাছে হোক না কেন। এভাবে ব্যক্তি ভেদে হাজারো ধরনের চিন্তা-ভাবনা প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত মুসল্লীর মস্তি

স্কে এসে জড়ো হতে পারে। তবে সলাতের মধ্যে কর্ম-কথা সংক্রান্ত যাই ভাবা হোক না কেন, দেখা যাবে সলাত শেষ করার সময় থেকে সম্ভাব্য ঐ কাজের সময়ের মাঝে ঐ কাজ নিয়ে ১০-১০০০ বার চিন্ত-ভাবনা, সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। সুতরাং বুঝা গেল সলাতের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে কোন কিছু না ভাবলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তাই আসুন সলাতের সময় নিজের ভাবনাকে সংরক্ষিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখি।

৯. কখনো সলাতে অমনোযোগের মাত্রা এতটাই তীব্র হতে পারে যে, আপনি যে মনোযোগ ছাড়া গায়রাহা ভাবে সলাত আদায় করছেন তাও ভুলে যাবেন। এক্ষেত্রে যদি আপনি সামান্যও আঁচ করতে পারেন যে সলাতটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে..... এমতাবস্থায় যেন আপনি এটা না ভাবেন যে, থাক এই সলাতটা এভাবেই শেষ করে দেই, সলাত অনেকটা শেষের দিকে এখন খুশুর চেষ্টা করে কী হবে।

আপনি সলাতে যে পর্যায়েই থাকুন না কেন মনোযোগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন এমন কি শেষ সিজদাহ বা শেষ বৈঠকও যদি হয়। আর এ জন্য এই কৌশলটিই বেশি কার্যকরী যে, আপনি ভাববেন; মহান আল্লাহ তো আমার সামনেই আছেন। ধ্যাঁত, তার সামনে এসব কী ভাবছি। এখানে মনে রাখা ভাল আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দেখছেন এটা তাত্ত্বিকভাবে গতানুগতিক স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়। নিজের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে যে আমি আল্লাহর সামনে ধরা পড়ে গেছি, সলাতে দাঁড়িয়ে অন্যায় ভাবে কীসব ভাবছিলাম তিনি আমার মনের কথা জানেন। আহ! কি লজ্জা। আল্লাহকে প্রচণ্ডভাবে লজ্জাবোধ করে অপরাধীর মত মুখটা ছোট করে নতুন ভাবে নিজেকে তার নিকট সঁপে দিন।

১০. জনসম্মুখে, মাসজিদে সলাত আদায় করার সময় মাত্রাতিরিক্ত ভাব নিবেন না। মুখমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবেন। যা ঘটানোর ছিল তা শুধু হৃদয়ে ঘটবে। তবে হ্যা, মনের অবস্থা চেহারায় অনেকটা প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু তা সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

১১. মনোযোগ সহকারে তৃপ্তির সাথে সলাত আদায়ের ট্রেনিং এর জন্য বিশেষভাবে রাতের সলাতকে বেছে নিন। কারণ শেষ রাতে মহান রব্ব এর সান্নিধ্যের স্বাদ অন্য রকম। তা ছাড়াও রাত্রি জাগরণ আপনার প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক হবে।

১২. আপনি সলাতের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামাত, জান্নাত-জাহান্নাম, কবর ইত্যাদি নিয়ে ভাবছেন এমতাবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে দুনইয়াবি কোন জরুরী/সাধারণ/অনর্থক কথা/কাজ স্মরণে এসে গেলেই

ভাববেন না আপনি একাগ্রতা সাথে সলাত আদায়ের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গেছেন। তবে তা হবে এরূপ যেমন সাদা কাগজে কলমের লেখার পাশে রুল-পেন্সিলের লেখা। অর্থাৎ আপনার তাকওয়া সংক্রান্ত ভাবনাই প্রধান্য পাবে আর দুনইয়াবি চিন্তাটা হবে পেনসিলের কালির মত অস্পষ্ট ভাসা ভাসা। এবং সেই অনর্থক চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করার জন্য বার বার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

পরিশিষ্ট

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ তাক্বওয়া অর্জন করে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে বিনয় ও নম্রতার সাথে সলাত আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তাদের প্রতি আমার আহবান আপনি অত্র বইয়ে আলোচিত তত্ত্বটির উপর মেহনত করুন। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল এখানে আযান থেকে শুরু করে সলাতের শেষ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে আপনাকে সলাতের মধ্যে তাই ভাবতে হবে বিষয়টি এরকম নয়। আপনি কুরআন,সহীহ হাদীস এবং বাস্ত বতা থেকে এমন সব চিন্তা-ভাবনা, খন্ডচিত্র মনে মনে সাজাতে থাকবেন যা আপনার অন্তরকে করবে বিগলিত, দুনইয়ার প্রতি সৃষ্টি করবে অনীহা এবং আপনাকে গড়ে তুলবে আল্লাহমুখী একনিষ্ঠ বান্দা হিসাবে। সব সময় আপনি আগা-গোড়া এমনটি পারবেন বা পারতেই হবে আমি এমনটি দাবি করছি না। দিনে অথবা সপ্তাহে এক ওয়াক্ত সলাত অথবা এক রাকআত কিংবা একটি রুকু সিজদাও যদি আপনি পরিপূর্ণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আদায় করতে পারেন সেটাওতো আপনার পূর্বের গতানুগতিক অবস্থার চেয়ে অনেক ভাল হবে। এরপর ক্রমান্বয়ে উন্নতির চেষ্টা করুন।

নিজের অযোগ্যতার কারণে মনের সব ভাষা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলেও এই ক্ষুদ্র আলোচনা থেকে বৃহৎ কিছু উদঘাটন করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন পাঠকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জমিন থেকে উঠিয়ে নেননি বলেই আমার বিশ্বাস।

সমাপ্ত